

বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা রবিবার

৩০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মূলসুর

একসঙ্গে আমরা আরও শক্তিশালী

শিক্ষায় সহায়তা করুন,
একটি জীবন বদলে দিন

Faith
Education
Service
for
Humanity

"শিক্ষা শুধু
জ্ঞানার্জন নয়,
এটি একটি
মানবিক ও ন্যায্যভিত্তিক
সমাজ গড়ার
অনুপ্রেরণা"

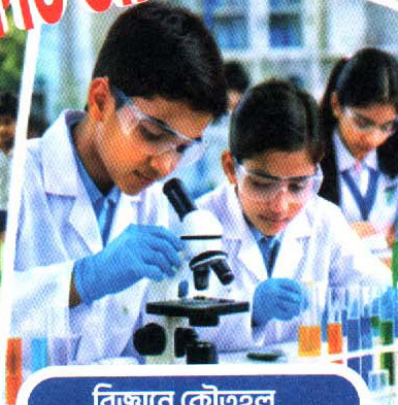
আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস
অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি



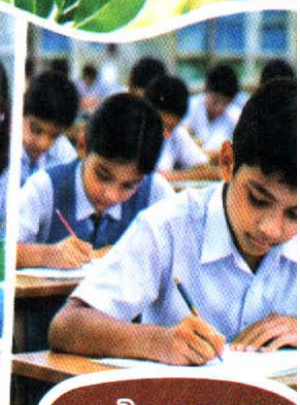
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর
অনুপ্রেরণার বন্ধন



খেলাধুলায়
সুস্থ ও আনন্দময় জীবন



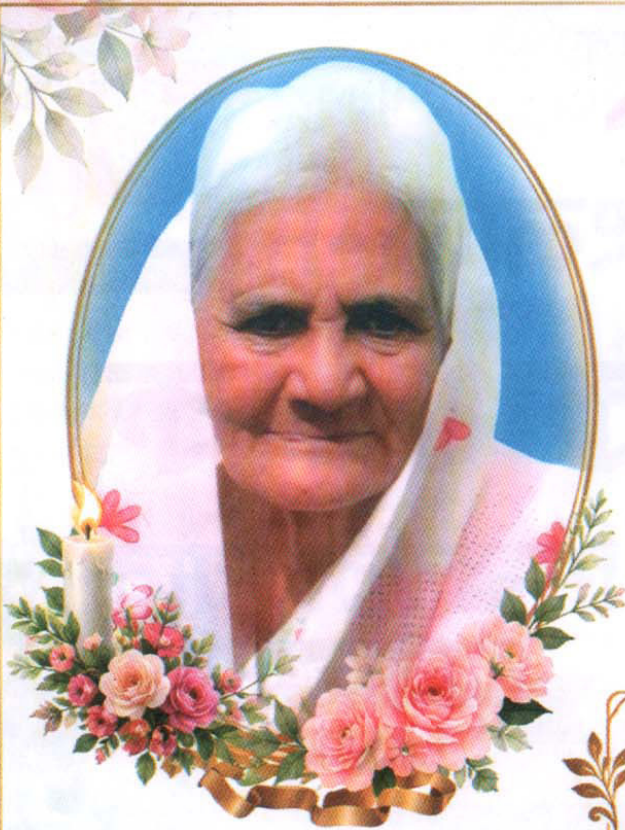
বিজ্ঞানে কৌতুহল,
উদ্ভাবনে আগামী



পরীক্ষায় সততা,
গড়ে তোলে চরিত্র

Learn
Serve
Lead
Succeed

আমরা সবাই ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র
পবিত্র জীবনের সাক্ষ্য বহনকারী



প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত সন্ধ্যা ক্লারা গমেজ

✿ জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ

✿ মৃত্যু: ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

📍 বাগদী, নাগরী মিশন

“তোমার সমাধি ফুলে ফলে ঢাকা,
কে বলে আজ তুমি নাই,
তুমি আছো মন বলে তাই”

মাসী, বৎসরের ৩৬৫ দিন কি ভাবে যে ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে এক এক করে মুছে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। তোমাকে হারিয়ে আমরা ভালো নেই মাসী। আমাদের অনেক কষ্ট হয় তোমার শূন্যতায়। একটুর জন্য ও তোমাকে ভুলতে পারি না মাসী। এখনো চোখ খুললেই দেখতে পাই আমাদের মাসী হেঁটে চলছে গ্রামের পর গ্রাম, রাস্তার পর রাস্তা। ঐ হাঁটার পথ যেন কখনো শেষ হয় নাই। কেবল তুমি নাই, আমি তোমাকে অনেক ভাবে অনেক জায়গায়ই দেখতে পাই। তুমি থেমে থাকার মানুষ ছিলেনা। পেটের জ্বালায় এই যাত্রা ছিল অবিরাম, অভিরত।

জীবনটা তোমার কোন সুখের ছিলনা। প্রতিটা সূর্যোদয় ছিল তোমার জন্য কঠিন গন্তব্য। এই গন্তব্য ছিল কষ্টের, যুদ্ধের। কারও কাছে ছিলে পরিহাসের, কারও কাছে অপমানের, উচ্চবচ, তিরস্কারের। এত সহজ ছিলনা তোমার যাত্রাপথ, তোমার বেঁচে থাকা। জীবনদশায় দেখিনি তোমার কোন সখ, তোমার কোন আবদার। কোন চাওয়া-পাওয়ার হিসাব। পাপ, হিংসা, লোভ কখনো তোমার মধ্যে ছিলনা। আমরা কখনো দেখিনি, এ পেলাম না ও দিলে না। তোমার মত মানুষ এ পৃথিবীতে আজও বিরল মাসী।

আমাদের মাসী ছিল শিশুদের মত পবিত্র। পাপ, কলংকের কোন ছোঁয়া ছিলনা। নিজের যতটুকু ছিল তা দিতে ভালোবাসতো। মাসী ছিল অত্যন্ত দয়ালু, নম্র, ভদ্র, নরম মনের, সহজ-সরল একজন মানুষ। ফাদার সিস্টারসহ অনেক মানুষ তাকে ভালোবাসতো খাবার, কাপড় বা টাকা দিয়ে সাহায্য করতো।

এইভাবেই চলছিলো আমাদের মাসীর প্রতিটা সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কাহিনী। সারাদিনের যাত্রা শেষে নিজের ঘরে ক্লান্ত শরীরটা যখন এলিয়ে দিতো বিছানায় কি মশা, কি গরম তার কিছুই জানা ছিল না। ভোর ৫টায় আবার ব্যস্ত থাকতো তার কর্ম সাধনের রাস্তায়।

২৭ জুলাই ২০২৫ মাসীর ডান হাতটি বাইক নামক যন্ত্রটি ভেঙ্গে দেয়। মাসী অনেক কষ্ট পাচ্ছিল। চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু আমি মনে করি ঐ দুর্ঘটনাটা ছিল ঈশ্বরের-ই পরিকল্পনা। জন্ম আর মৃত্যু এরা খুব কাছের বন্ধু। এদের কেউ আলাদা করতে পারবেনা। জন্ম থেকে মৃত্যুর রেখাটা কারও একটু বেশী, কারও মধ্যম, কারও একেবারেই কম হয়ে থাকে। তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য একটা মাধ্যম বা উপায় বের করে। যার সূত্র ধরে ঐ রেখা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাতে হয়। মৃত্যু তেমন অর্নিবার্য। এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা। আমাদের মাসীর সাথে কি হয়েছিল, কি ভাবে, কখন মৃত্যু হয়েছিল আমরা তা জানি না। ঈশ্বরের চরণে সব প্রশ্ন রেখেছি। ঈশ্বর যেন আমাদের মাসীর আত্মার চিরশান্তি দান করে, তার শাস্ত রাজ্যে অনন্ত সুখ দান করেন আর সাধ্বী ক্লারাকে তার পাশেই রাখেন। ঈশ্বর তুমি তার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।

আমাদের মাসী তার ২ ছেলে, ২ ছেলের বৌ, ২ নাতি, ১ নাতনী রেখে গেছেন। সেই সাথে তার এক মাত্র ছোট বোনসহ রেখে গেছেন তার অতি আদরের ভাগিনী/ভাগিনাদের।

উপরে অনেক ভালো থেকো মাসী। আর আশীর্বাদ দিও আমাদের। তোমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে অনেক প্রার্থনা সহ তোমার জন্য রইল অনেক অনেক ভক্তি, শ্রদ্ধা আর বিনম্র ভালোবাসা।

“আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসী মাসী”

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ৩০

৩০ আগস্ট - ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৫ ভাদ্র - ২১ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ



সম্পাদকীয়

শিক্ষাসেবায় খ্রিস্টানদের অবদান ও প্রকৃত শিক্ষার অনুপ্রেরণাদাতা ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা কম হলেও দেশ গঠনে এদের অবদান কম নয়। বিশেষভাবে খ্রিস্টানদের সেবাকাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো শিক্ষা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত বহু খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে। ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য না করে শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা খ্রিস্টানদের শিক্ষা-সেবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সেবার মূল লক্ষ্য কেবল শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা নয়; বরং জ্ঞান, নৈতিকতা, মানবিকতা ও মূল্যবোধে সমৃদ্ধ মানুষ গড়ে তোলা।

এই বৃহত্তর শিক্ষা-সেবার আদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে আছেন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী। একজন মেধাবী ও ভালো ছাত্র হওয়ার সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী। প্রতিটি ক্লাশে যেমন প্রথম হতেন তেমনই বিনয় ও সততায়ও ছিলেন প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষা মানুষের মন ও চরিত্রকে গড়ে তুলবে, তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবে এবং সমাজের মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলবে—এমনই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ।

আজ বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে তাকালে তাঁর এই শিক্ষা-দর্শন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সাফল্য অনেক সময় পরীক্ষার ফলাফল, জিপিএ, ডিগ্রি ও চাকরির যোগ্যতা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। ভালো ফলাফল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সেটিই শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। একজন শিক্ষার্থী যদি উচ্চশিক্ষিত হয়, কিন্তু সততা, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও অন্যের প্রতি সম্মানবোধ অর্জন না করে, তবে তার শিক্ষা কতটা পূর্ণ হলো—এই প্রশ্ন আমাদের করতেই হবে।

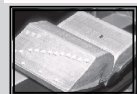
খ্রিস্টানদের শিক্ষা সেবার অন্যতম শক্তি এখানেই—শিক্ষাকে মানুষ গড়ার সেবা হিসেবে দেখা। একটি বিদ্যালয় কেবল শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষা ও ফলাফলের সমষ্টি নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। একজন শিক্ষক শুধু পাঠদান করেন না, তাঁর আচরণ, সততা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোবাসার মধ্য দিয়েও শিক্ষা দেন। এই অর্থে নটরডেম কলেজের প্রথম বাঙালি অধ্যক্ষ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবন একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও মর্যাদার উজ্জ্বল উদাহরণ।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে তাই আজ নতুন করে দায়িত্ব নেওয়ার সময় এসেছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিকতা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, সামাজিক দায়িত্ব ও সেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। ভিন্নমতকে সম্মান করা, সত্য কথা বলা, অন্যের অধিকার রক্ষা করা এবং নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করাও শিক্ষার অংশ—এই উপলব্ধি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান কত নম্বর পেল বা কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলো—এসব প্রশ্নের পাশাপাশি অভিভাবকদের ভাবতে হবে, আমার সন্তান কেমন মানুষ হয়ে উঠছে? সন্তানকে শুধু প্রতিযোগিতায় এগিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাকে সৎ, দায়িত্বশীল, বিনয়ী ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমান শিক্ষার্থীদের প্রতিও আহ্বান—শিক্ষাকে শুধু পরীক্ষায় পাস করার মাধ্যম হিসেবে দেখো না। জ্ঞান অর্জন করো, দক্ষতা অর্জন করো, আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে এগিয়ে যাও; কিন্তু একই সঙ্গে মানুষ হওয়ার শিক্ষাটিও গ্রহণ করো।

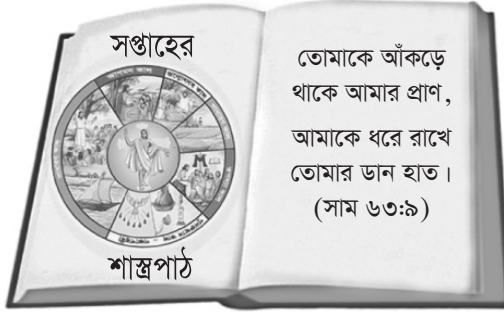
ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একজন ভালো ছাত্র একদিন ভালো শিক্ষক হতে পারেন; আর একজন ভালো শিক্ষক কেবল ভালো ছাত্র তৈরি করেন না, তিনি ভালো মানুষ তৈরি করেন। তাঁর শিক্ষা-ভাবনা তাই আজকের বাংলাদেশেও প্রাসঙ্গিক। খ্রিস্টানদের শিক্ষা-সেবার দীর্ঘ ঐতিহ্য যদি তাঁর মতো মানুষ গড়ার আদর্শের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়, তবে তা দেশের জন্য আরও বড় আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান মণ্ডলী তাই শিক্ষা-সেবাকে শুধু একটি প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব হিসেবে নয়, একটি মানবগঠনমূলক ও সমাজরূপান্তরের সেবা হিসেবে দেখুক। তাদের বিদ্যালয়গুলো থেকে এমন তরুণ-তরুণী বেরিয়ে আসুক, যারা শুধু সার্টিফিকেটধারী নয় কিন্তু জ্ঞানী, সৎ, মানবিক, দায়িত্বশীল এবং সেবাপরায়ণ নাগরিক হবে।



কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন। (মথি ১৬:২৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org



কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩০ আগস্ট - ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

৩০ আগস্ট, রবিবার সাধারণকালের ২২তম রবিবার (প্রাঃ প্রাঃ সঃ-২) জেরে ২০: ৭-৯; সাম ৬: ১-৬, ৮-৯; রোম ১২: ১-২; মথি ১৬: ২১-২৭
৩১ আগস্ট, সোমবার সাধারণকালের ২২তম সপ্তাহ (প্রাঃ প্রাঃ সঃ-২) ১ করি ২: ১-৫; সাম ১১৯: ৯৭-১০২; লুক ৮: ১৬-৩০
০১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সাধারণকালের ২২তম সপ্তাহ (প্রাঃ প্রাঃ সঃ-২) ১ করি ২: ১০-১৬; সাম ১৪৫: ৮-১৪; লুক ৮: ৩১-৩৭
০২ সেপ্টেম্বর, বুধবার সাধারণকালের ২২তম সপ্তাহ (প্রাঃ প্রাঃ সঃ-২) ১ করি ৩: ১-৯; সাম ৩৩: ১২-১৫, ২০-২১; লুক ৮: ৩৮-৪৪
০৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সাধারণকালের ২২তম সপ্তাহ (প্রাঃ প্রাঃ সঃ-২) মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি, পোপ ও আচার্য, স্মরণদিবস ১ করি ৩: ১৮-২৩; সাম ২৪: ১-৬; লুক ৫: ১-১১
০৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সাধারণকালের ২২তম সপ্তাহ (প্রাঃ প্রাঃ সঃ-২) ১ করি ৪: ১-৫, সাম ৩৭: ৩-৬, ২৭-২৮, ৩৯-৪০, লুক ৫: ৩৩-৩৯
০৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার সাধারণকালের ২২তম সপ্তাহ (প্রাঃ প্রাঃ সঃ-২) কলকাতার সাধ্বী তেরেজা, কুমারী ও প্রতিষ্ঠাত্রী, স্মরণদিবস ইসা ৫৮: ৬-১১ অথবা ১ যোহ ৪: ৭-১৬; সাম ৩৩: ২-৩, ৪-৫, ৬-৭, ৮-৯, ১০-১১; মথি ২৫: ৩১-৪৬ (বা ৩১-৪০)

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ আগস্ট, রবিবার + ২০০৬ সি. মেরী ডরোথী, এসএমআরএ (ঢাকা)
৩১ আগস্ট, সোমবার + ২০০১ সি. মেরী ফ্লোরেন্স, এমসি (ঢাকা) + ২০০২ ব্রা. রেমন্ড কুর্নোয়ায়ে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
০১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার + ১৯৭৫ সি. মেরী মিরিয়াম, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ) + ২০০১ সি. এম. এ্যান অব যীজাস, আরএনডিএম (ঢাকা) + ২০১৫ সি. এম. কামেলিটা, এমসি + ২০১৭ সি. এম. সিন্ধা, এমসি + ২০২০ সি. মার্টিনেট রিভার্স, এমপিডিএ (ঢাকা) + ২০২৫ ফা. মনোহর কোড়াইয়া, ওএমআই (ঢাকা)
০২ সেপ্টেম্বর, বুধবার + ১৯৫৯ সি. এম. আইরিন, আরএনডিএম (ঢাকা) + ১৯৭৭ আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী (ঢাকা) + ২০০৩ সি. সিলভিয়া মাচাডো, এসসি (খুলনা)
০৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার + ১৯৩৭ সি. এম. সেলিন অব যীজাস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম) + ২০২১ ফাদার লেনার্ড পরেশ রোজারিও (ঢাকা)
০৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার + ১৯৯৮ ফা. মার্কো মান্তিয়াজ্জী, এসএও (খুলনা) + ২০২৫ সি. মেরী অসীমা, এসএমআরএ (ঢাকা)

ভূমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২৬৫ আইনসঙ্গত প্রতিরোধ শুধু মাত্র অধিকারই নয়, বরং যার উপর অন্যের জীবনের দায়িত্ব আছে যেমন পরিবার বা রাষ্ট্রের সাধারণ মঙ্গলের জন্য যে দায়ী তার জন্য তা কর্তব্যও বটে। সাধারণ মঙ্গলের দাবি হচ্ছে অন্যায় আত্মসীকে অক্ষম করে দেওয়া যাতে সে আঘাত হানতে না পারে। এই কারণে, যারা বৈধ কর্তৃপক্ষ তাদের অধিকার আছে তাদের দায়িত্ব ন্যস্ত সমাজের বিরুদ্ধে অন্যায় আত্মসীদের প্রতিহত করার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা।

২২৬৬ জনগণের অধিকার ও নাগরিক সমাজের মৌলিক আইন রক্ষার জন্য অনিষ্টকারী আচরণের প্রসারতা রহিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল প্রচেষ্টা সাধারণ মঙ্গল রক্ষা করার দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী আনুপাতিক শাস্তি দেওয়ার ন্যায় অধিকার বৈধ কর্তৃপক্ষের আছে। শাস্তিবিধানের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধের ফলে যে আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে তারই প্রতিবিধান করা। যখন দোষী পক্ষ স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করে তখন তা ক্ষতিপূরণের মূল্য লাভ করে। শাস্তি তখন সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যে ছাড়াও প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে: যতদূর সম্ভব শাস্তি যেন দোষী পক্ষের সংশোধন নিয়ে আসে।

২২৬৭ অপরাধীর পরিচয় এবং দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐতিহ্যগত শিক্ষা অনুসারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে। তবে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্যায় আত্মসীর বিরুদ্ধে মানুষের জীবন রক্ষার করার জন্য আর কোন বিকল্প নেই বলে নিশ্চিত হতে হবে।

তবে যদি, মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য উপায়ে আত্মসীর কাছ থেকে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ সেই উপায়গুলোই গ্রহণ করবে, কেননা তা বাস্তব পরিস্থিতিতে সাধারণ মঙ্গল এবং মানব মর্যাদার মধ্যে আরও সঙ্গতিপূর্ণ। সাম্প্রতিক কালে, অপরাধ রোধকল্পে রাষ্ট্রের হাতে কার্যকরী এমন সব সম্ভাবনা আছে যার ফলে অনিষ্ট করা থেকে কাউকে অক্ষম করা - তাকে ঐ অবস্থা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্ত করার সম্ভাবনাসহ - এত সহজ হয়েছে যে, কোন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার একান্ত আবশ্যকীয়তা “এখন খুবই বিরল, এমন কি বাস্তবে নাই বললেই চলে”।

ইচ্ছাকৃত নরহত্যা

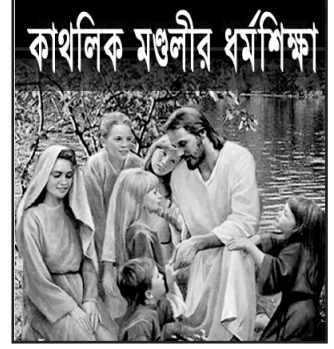
২২৬৮ পঞ্চম আজ্ঞা প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছাকৃত নরহত্যা মারাত্মক পাপ বলে তা নিষেধ করে। হত্যাকারী নিজে এবং যারা স্বেচ্ছায় হত্যা করতে সাহায্য করে, তারা পাপ করে। সেই পাপ ঈশ্বরের কাছে প্রতিশোধের জন্য চিৎকার করে ডাকে।

শিশুহত্যা ভ্রাতৃহত্যা, পিতামাতা ও তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের হত্যা করা এবং স্বামী বা স্ত্রীকে হত্যা করা হচ্ছে প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করার কারণে বিশেষ গুরুতর অপরাধ। সুপ্রজনন অথবা গণস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে কোন হত্যাকাণ্ড ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না, যদিও বা তা গণপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে হয়।

২২৬৯ পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর ইচ্ছা করে কোন কিছু করা পঞ্চম আজ্ঞায় নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর আশঙ্কায় ঠেলে দেওয়া এবং মৃত্যুর আশঙ্কায় রয়েছে এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে অস্বীকার করা নৈতিক বিধানে নিষিদ্ধ।

প্রতিকারের চেষ্টা না করে সমাজে মহামারি দুর্ভিক্ষ ঘটতে দেয়া বিদ্বদায়ক অন্যায়তা এবং জঘন্য অপরাধ। যারা চড়া সুদে ঋণ দেয় বা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং সেই কাজের ফলে মানব পরিবারে তাদের ভাইদের জন্য ক্ষুধা এবং মৃত্যু ডেকে আনে তারা পরোক্ষভাবে হত্যার দায়ে দায়ী, যা অবশ্যই নিন্দনীয়।

হত্যা উদ্দেশ্যমূলক না হলে তা নৈতিকভাবে নিন্দনীয় নয়। কিন্তু কেউ যদি আনুপাতিক কারণ ছাড়া এমন কোন কাজ করে যার ফলে কারো মৃত্যু ঘটে, তবে তার সেই কাজ উদ্দেশ্যমূলক না হলেও সে গুরুতর অপরাধের দায় থেকে দূক্ত হতে পারে না।



“একসঙ্গে আমরা সর্বদা আরও শক্তিশালী” কাথলিক শিক্ষা রবিবার

৩০ আগস্ট ২০২৬

শিক্ষা হলো জীবন গঠন ও বিকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মানবিকতাবোধ, মূলবোধের উন্মোচন ঘটে, আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়, সঠিক পরিপক্ক বিচার বিবেচনাবোধ গড়ে ওঠে এবং আলোকদীপ্ত মানুষ হিসেবে দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে গুণগতভাবে যোগ্য হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে দায়িত্বশীল ও পরিপক্ক মানুষ। শিক্ষা মানুষের বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। বিশ্বব্যাপী ও বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী তা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে সুদীর্ঘ কাল থেকেই।

ঢাকার প্রথম আর্চবিশপ, কাথলিক শিক্ষার অগ্রদূত ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের প্রেম ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হয়ে বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী ৯টি ধর্মপ্রদেশের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল ও অনুপ্রেরণাদায়ক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

কাথলিক শিক্ষা রবিবার পালনের মধ্য দিয়ে দুই ধরনের তহবিল সংগ্রহ করা হবে:

ক) নয়টি (৯) ধর্মপ্রদেশ এলাকায় মণ্ডলী স্থাপিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ তহবিলে জমা হবে। এই তহবিলের জমাকৃত টাকার একটি অংশ শিক্ষা অভিযানকালীন উপকরণ তৈরিসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজন যেমন স্কুল ঘর মেরামত, কোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ে অনুদান প্রদান, শিক্ষা, গঠন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয় করা।

খ) কাথলিক মণ্ডলীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন ধর্মসংঘ, গঠনগৃহ বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ফ্রেডিট ইউনিয়ন ও সমিতিসমূহ সকল শুভানুধ্যায়ীর পক্ষ থেকে অর্থ সংগৃহীত হবে। সে অর্থ কাথলিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত শিশু-কিশোর ও তরুণদের শিক্ষাগত প্রয়োজন বিশেষ করে প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাথলিক শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণ কাজে ব্যয় করা হবে।

গ) আর্চবিশপ/বিশপগণের তহবিল খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কাথলিক শিক্ষা রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থদান করবেন, তা এই বিশপীয় তহবিলে সংগৃহীত হবে। প্রতিটি ধর্মপন্থীর পুরোহিতগণ এই তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দিবেন এবং বিশপগণ স্ব-স্ব ধর্মপ্রদেশের শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়ন কাজে ব্যয় করবেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ

বিশ্বাসে শিক্ষা দিন, ভালোবাসায় গড়ে তুলুন, বিনয়ের সঙ্গে সেবা করুন

আসছে ৩০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ কাথলিক শিক্ষা রবিবারে, আমরা ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী-এর আদর্শ অনুসরণ করে বাংলাদেশ মণ্ডলীর শিক্ষামিশনকে নতুনভাবে জাগ্রত করতে পারি। শিক্ষার উৎকর্ষের সঙ্গে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে, নৈতিক গঠনের সঙ্গে সহানুভূতিশীল সেবাকে এবং জ্ঞানের সঙ্গে বিনয়কে একীভূত করে; তরুণদের এমন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে যারা দরিদ্র, শান্তি, ন্যায়বিচার ও সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ; এবং কাথলিক বিদ্যালয়গুলোকে এমন স্থান হিসেবে গড়ে তোলে যেখানে প্রতিটি শিশুকে সম্মান, ভালোবাসা ও সেবা করার সুযোগ ও সক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁর জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কাথলিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল সফল শিক্ষার্থী তৈরি করা নয়; বরং খ্রিস্টকেন্দ্রিক, সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলা, যারা অন্যের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করবে।

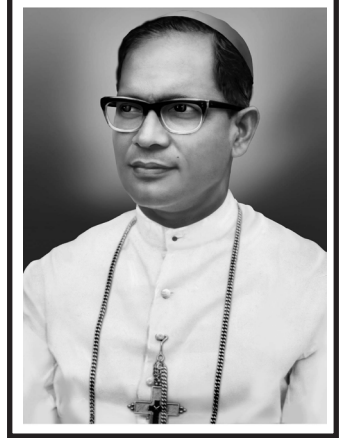
ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য বিশ্বাস, শিক্ষা, বিনয়, সেবা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার এক শক্তিশালী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তাঁর জীবন আমাদের দেখায় যে কাথলিক শিক্ষা কেবল মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে তোলার জন্য নয়; বরং বিশ্বাসে দৃঢ়, নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন, সহানুভূতিশীল ও সেবামুখী মানুষ গড়ে তোলার জন্যও নিবেদিত। একজন শিক্ষাবিদ এবং নটর ডেম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি একদিকে যেমন শিক্ষাগত উৎকর্ষতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তরুণদের মানবিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা প্রতিটি মানুষের মর্যাদাকে সম্মান রাখে, সাধারণ বিশ্বাসী ও যুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করে, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যায় এবং শান্তি, ন্যায় ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখে।

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবন বৃত্তান্ত

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি ছিলেন বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, একজন জ্ঞানী ধর্মযাজক, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, মিশনারি ও মানবপ্রেমী। তিনি ছিলেন ঢাকার প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ এবং বাংলাদেশের কাথলিক চার্চের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

তিনি ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের হাসনাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি হলি ক্রস হাই স্কুল, বান্দুরায় শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে ভারতের রাঁচির সেন্ট অ্যালবার্টস মেজর সেমিনারিতে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ৬ জুন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা ধর্মপ্রদেশের পুরোহিত হিসেবে অভিষিক্ত হন।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের University of Notre Dame-এ যান। সেখানে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি খ্রিস্টান হিসেবে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। নটর ডেমে অধ্যয়নকালে তিনি



কংগ্রেগেশন অব হলি ক্রসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হন এবং ১৬ আগস্ট ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে হলি ক্রসের ধর্মীয় সংঘে প্রথম ধর্মীয় ব্রত গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে তিনি নটর ডেম কলেজ, ঢাকায় দর্শন ও ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ডিন অব স্টাডিজ, ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা ও মানবগঠনে তাঁর অবদান তাঁকে একজন অসাধারণ শিক্ষাবিদ ও পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার সহকারী বিশপ হিসেবে নিযুক্ত ও বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার কো-অ্যাডজুটর আর্চবিশপ নিযুক্ত হন এবং ২৩ নভেম্বর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আর্চবিশপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী মানবিক মূল্যবোধ, শান্তি ও মানুষের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাঁর ভূমিকা বাংলাদেশের বৃহত্তর ইতিহাসেও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর জীবন ও মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা নিয়ে গবেষক এস. এম. তানভীর আহমদ একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী, বিনয়ী ও মানবপ্রেমী একজন ধর্মযাজক। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের সেবা, মানুষের কল্যাণ এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। তাঁর আর্চবিশপীয় মূলমন্ত্র ছিল—“I Come to You with Joyful Heart”—যা তাঁর আনন্দময়, বিনয়ী ও সেবামূলক জীবনদর্শনেরই প্রতিফলন।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরও তাঁর স্মৃতি ও অবদান বাংলাদেশের কাথলিক সমাজে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাধু শ্রেণিভুক্তকরণের কাজ শুরু হয় এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে “Servant of God” হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর সাধুত্বের প্রক্রিয়া পরবর্তীতে ভাটিকানে আরও পরীক্ষার জন্য নথি প্রেরণের পর্যায়ে পৌঁছায়।

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবন তাই কেবল একজন কাথলিক আর্চবিশপের জীবন নয়; এটি বিশ্বাস, জ্ঞান, শিক্ষা, দেশপ্রেম, মানবসেবা, শান্তি ও আত্মত্যাগের এক অনন্য আলোকবর্তিকা। তাঁর জীবন ও আদর্শ আজও বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ এবং বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

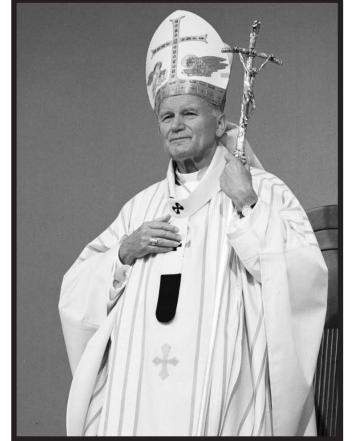
পুণ্যপিতা পোপ সাধু জন পল (দ্বিতীয়)-এর শিক্ষা ভাবনা

পুণ্যপিতা পোপ সাধু জন পল (দ্বিতীয়) বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে কাথলিক শিক্ষা কেবলমাত্র একাডেমিক জ্ঞান প্রদান নয়; বরং এটি মণ্ডলীর একটি পালকীয় সেবা কাজ (apostolate) এবং সুসমাচার প্রচারের একটি মিশন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক শিক্ষাবিদদের উদ্দেশ্যে তাঁর এক বার্তায় তিনি উল্লেখ করেন যে, কাথলিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো “খ্রিস্টকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষের জীবনে খ্রিস্টকে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।” তাই কাথলিক বিদ্যালয়গুলোকে কাথলিক শিক্ষা প্রদানের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে এবং শিক্ষকদের শুধু কথার মাধ্যমে নয়, বরং নিজেদের জীবন ও আচরণের সাক্ষ্যের মাধ্যমেও শিক্ষা দিতে হবে।

তিনি কাথলিক শিক্ষাবিদদের তাঁদের বিদ্যালয়ের কাথলিক পরিচয় সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করার, বিশ্বাসের সঙ্গে সংস্কৃতি ও মানবিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর, একাডেমিক উৎকর্ষ সাধনের, এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানান। তিনি এমন বিশ্বাসভিত্তিক শিক্ষাসমাজ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন, যেখানে সুসমাচারের মূল্যবোধ শুধু শেখানো হবে না, বরং বাস্তব জীবনে তা পালন ও চর্চা করা হবে।

তিনি শিক্ষকদের তাঁদের কাজকে একটি আহ্বান (vocation) ও পালকীয় সেবাকর্ম (apostolate) হিসেবে গ্রহণ করতে, নিয়মিত আধ্যাত্মিক ও পেশাগত গঠন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এবং অভিভাবক, ধর্মপল্লী ও সমগ্র মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করেন। বিশেষভাবে তিনি দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের জন্য কাথলিক শিক্ষাকে সহজলভ্য করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আজকের দিনে কাথলিক শিক্ষার জন্য তাঁর এই স্থায়ী আহ্বানকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়: খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন; সত্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলুন; নিজের জীবন ও আদর্শের মাধ্যমে সুসমাচারের সাক্ষ্য দিন; বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করুন; বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সেবা করুন; এবং কাথলিক বিদ্যালয়কে মণ্ডলীর সুসমাচার প্রচারের মিশনের একটি জীবন্ত ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যান।



কাথলিক শিক্ষা রবিবার উদযাপন উপলক্ষে আর্চবিশপ মহোদয়ের পত্র “একসঙ্গে আমরা সর্বদা আরও শক্তিশালী”

মহামান্য আর্চবিশপগণ, বিশপগণ, পুরোহিতবৃন্দ, ধর্মীয় ব্রতধারীগণ, উপাচার্য, অধ্যক্ষবৃন্দ, প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ক্রেডিট ইউনিয়ন ও সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং সকল শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ,

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনরা,

প্রভুর শান্তি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

ঢাকার প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ, কাথলিক শিক্ষার অগ্রদূত এবং ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবন ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের প্রেম ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হয়ে আমরা আশা, কৃতজ্ঞতা ও আপনাদের মহানুভবতার প্রতি আস্থার সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আগামী ৩০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক শিক্ষা রবিবার পালনের প্রাক্কালে, ফান্ড অব এডুকেশনাল সলিডারিটি (Fund of Educational Solidarity)-এর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচিতে আপনাদের আন্তরিক ও উদার সহযোগিতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড (BCEB)-এর নির্বাহী কমিটির ৪২তম সভার সুপারিশক্রমে প্রতি বছর একটি রবিবারকে “কাথলিক শিক্ষা রবিবার” হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (CBCB) এর ১৩-১৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতি বছরের আগস্ট মাসের শেষ রবিবারকে কাথলিক শিক্ষা রবিবার হিসেবে পালনের অনুমোদন প্রদান করে। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস আমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকীর নিকটবর্তী এই দিনটি বাংলাদেশের কাথলিক শিক্ষা কার্যক্রমের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার স্রবণের একটি বিশেষ উপলক্ষ হয়ে উঠবে।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে পুরো সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নয়টি ধর্মপ্রদেশের প্রত্যন্ত, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে বসবাসকারী শিশু-কিশোর ও তরুণদের শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য তার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করছে।

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী তার দুইটি মহাদর্মপ্রদেশ ও সাতটি ধর্মপ্রদেশের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ও অনুপ্রেরণাদায়ক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন মিশনারি সংঘ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ দেশের মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। প্রথমে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সেবার উদ্দেশ্যে শুরু হলেও সময়ের প্রবাহে এই শিক্ষা কার্যক্রম সকল ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক পটভূমির মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মানব মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সার্বিক মানবিক উন্নয়নের প্রতি মণ্ডলীর অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমানে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব গঠন এবং সেবামূলক চেতনার জন্য দেশব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত। শহর, গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা, দায়িত্বশীল নাগরিক, নেতৃত্বগুণ এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধর্ম, জাতি কিংবা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। বিশেষ করে মেয়েশিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য এসব প্রতিষ্ঠান নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও যত্নশীল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করে। গ্রামীণ অঞ্চলের বহু পরিবারের জন্য কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানসম্মত শিক্ষার এক অনন্য সুযোগ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশে দায়িত্বশীল নাগরিক, দক্ষ পেশাজীবী ও সং নেতৃত্ব গঠনের মাধ্যমে কাথলিক শিক্ষা যে অসামান্য অবদান রেখেছে, আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ। তবে একই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। আজও অসংখ্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবার দারিদ্র্য, ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সীমিত সম্পদের কারণে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে কাথলিক শিক্ষা রবিবার এবং ফান্ড অব এডুকেশনাল সলিডারিটি (FES)-এর উদ্দেশ্য হলো-

বাংলাদেশের কাথলিক শিক্ষার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ উদ্‌যাপন এবং প্রসার করা;

সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোর ও তরুণদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

বিশেষ করে প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাথলিক শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণে সম্মিলিত সহযোগিতা ও সহতি গড়ে তোলা।

অতএব, আমরা দেশের প্রতিটি মহাদর্মপ্রদেশ, ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংঘ, সংগঠন, ক্রেডিট ইউনিয়ন, সমিতি এবং সকল শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিকে প্রার্থনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদার আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এই মহৎ উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণের আন্তরিক আহ্বান জানাই।

আপনাদের সহযোগিতা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তা বহু শিশু ও তরুণের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করবে। এই সহায়তার মাধ্যমে তারা বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করে জীবনে নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

আসুন, আমরা সকলে একত্রে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস আমল গাঙ্গুলীর মহৎ অবদানকে এগিয়ে নিয়ে যাই এবং নিশ্চিত করি যে মানসম্মত শিক্ষার আলো সমাজের প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছে যায়-বিশেষ করে যারা প্রান্তিক ও অবহেলিত অবস্থায় জীবনযাপন করছে।

পরম করুণাময় ঈশ্বর আপনাদের উদারতাকে আশীর্বাদ করুন এবং কাথলিক শিক্ষা মিশনের প্রতি আপনাদের অঙ্গীকারকে ফলপ্রসূ করুন। একসঙ্গে আমরা সর্বদা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠব।

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস আমল গাঙ্গুলীর পদাঙ্ক অনুসরণে কাথলিক শিক্ষার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার নবায়ন করি।

কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনাসহ,

বিজয় এন. ডি'ক্লুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ, ঢাকা মহাদর্মপ্রদেশ

সভাপতি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মেলনী

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড

ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও, সিএসসি

রেজিস্ট্রার, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কাথলিক এডুকেশন কাউন্সিল

আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় কমিটি, কাথলিক শিক্ষা রবিবার

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষা ও গঠনদান পরিচালনা কাজ

কাথলিক মণ্ডলীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবাকাজ হলো শিক্ষা। আলোকিত মানুষ ও জাতি গঠনে অধিকতর সুসংহত, কাঠামোগত ও সাংগঠনিক রূপদান করে পালকীয় কাজ ত্বরান্বিত ও গতিশীল করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর অবদান অত্যন্ত যুগান্তকারী এবং এ জন্য গঠন করেছেন শিক্ষা বিষয়ক কমিশন। শিক্ষা কমিশন গঠন করেই বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী ক্ষান্ত হয়নি বরং শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিক বেগবান ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে একটি বোর্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন।

বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড সেই চিন্তার রূপরেখার পরিণতি পেলে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তা সরকারিভাবে নিবন্ধনকৃত হয়েছে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। এর ধারাবাহিকতা হলো-বাংলাদেশ খ্রিষ্টান শিক্ষা পরিষদ (১৯৭০), এপিসকপাল কমিশন ফর কাথলিক এডুকেশন (১৯৮৫), বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এডুকেশন কমিশন (২০০৩), বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড (২০০৯) বা বিসিইবি-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

- ১। ভালোবাসার সভ্যতা: সর্বজনীন আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মিলনময় মানসিকতায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও গঠন প্রদান চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য;
- ২। তরুণ-যুবাদের শিক্ষা ও গঠনদানের কাজে জাতীয় প্রচেষ্টার সাথে সমন্বয় সাধন করে, খ্রিস্টমণ্ডলীর আদর্শ ও ভাবধারায় শিক্ষার্থীদের জীবনে তা কার্যকরী ও অর্থপূর্ণ করে তোলা;
- ৩। কাথলিক শিক্ষাবোর্ড এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্য চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালন, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সহায়তা দেওয়া;
- ৪। স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে সমন্বয় করা; কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা দানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, পুনঃপ্রণয়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করা;
- ৫। শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নে চলমান গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। শিক্ষকতাকে জীবনানুসঙ্গরূপে ধারণ করতে সাহায্য করা;
- ৬। ‘সকলের’ জন্য শিক্ষা-এ বিষয়ে সরকারের সহযোগী হিসেবে সাধারণ ও বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন অব্যাহত রেখে মানসম্মত শিক্ষাদান নিশ্চিত করা;
- ৭। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বৃত্তিমূলক, কারিগরি, নার্সিং ইনস্টিটিউট, পাঠাগার, অধ্যয়ন কক্ষ স্থাপন, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি ও এসব বিষয়ে ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণের অংশগ্রহণ জোরদার করা;
- ৮। চার্চ পরিচালিত ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবৃত্তি ব্যবস্থা ও বিবিধ উপায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে পড়াশুনায় অগ্রহী করার জন্য প্রণোদনা দান করা;
- ৯। প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে কল্যাণমুখী ও সেবাকাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা;
- ১০। শিক্ষার্থীদেরকে মানসম্মত শিক্ষাদান ও তাদের নৈতিক গঠনে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ১১। দেশ ও জাতির সেবায় যুব সমাজকে প্রস্তুতের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ১২। সরকার-এর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ ও অন্যান্য কার্যালয়ের কর্মকাণ্ডে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পক্ষ থেকে মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

একটি পরিসংখ্যান থেকে কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্জনসমূহ সংক্ষেপে চিহ্নিত করা হলো:

- ১। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা বেড়েছে।
- ২। শিক্ষা ও শিক্ষিতের হার বেড়েছে। নারীশিক্ষা ও নারীনেতৃত্বের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- ৩। শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারে যুগান্তকারী উন্নতি হয়েছে, শিক্ষাদানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার বিকল্প মাধ্যমই ছিলো প্রযুক্তি।
- ৪। শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রাম ও শহর পর্যায়ে আবাসন ব্যবস্থা বেড়েছে।
- ৫। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্ন ও মনোযোগ বেড়েছে।
- ৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন ভবন তৈরি হয়েছে।
- ৭। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনী লড়াইয়ে জয় লাভ প্রমাণ করে শিক্ষায় কাথলিক অবদান জাতীয়ভাবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কাথলিক মণ্ডলীর অবদান

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে কাথলিক মণ্ডলীর অবদান, বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, সর্বজনস্বীকৃত ও অত্যন্ত প্রশংসিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মিশনারি ধর্মীয় সংঘ ও সন্ন্যাসব্রতী সম্প্রদায়ের আগমনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে মণ্ডলীর অবদানের সূচনা হয়। প্রাথমিকভাবে খ্রিস্টান ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারই ছিল তাদের লক্ষ্য; কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। বছরের পর বছর ধরে কাথলিক মণ্ডলী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূলধারার শিক্ষার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। নগরাস্থলের মণ্ডলী পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আদর্শ, নৈতিক ও সুশৃঙ্খল নাগরিক গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে, যা জাতির কাছে সমাদৃত। একইসঙ্গে গ্রামীণ অঞ্চলে মণ্ডলী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোও সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য কার্যকর ও মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করে চলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বহু কন্যাশিশু নিরাপদ, স্নেহময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। মণ্ডলী পরিচালিত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়

শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে এবং সকল ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

ক. নয়টি ধর্মপ্রদেশের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশের বহু খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাথলিক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ১। সেন্ট প্রাসিডস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম (১৮৫৩)
- ২। সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (১৮৮২)
- ৩। সেন্ট স্কলাস্টিকা গার্লস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম (১৮৮৩)
- ৪। হলি ক্রস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বান্দুরা, ঢাকা (১৯১২)
- ৫। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (১৯১২)
- ৬। সেন্ট থেকলাস হাই স্কুল, গোলা, ঢাকা (১৯১৪)
- ৭। সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাজীপুর (১৯২০)
- ৮। সেন্ট আলফ্রেড হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পাদ্রিশিবপুর, বরিশাল (১৯৩৩)
- ৯। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স জুনিয়র হাই স্কুল, ভবরপাড়া, মেহেরপুর (১৯৩৭)
- ১০। সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, খুলনা (১৯৪০)
- ১১। সেন্ট ইউফ্রেজি গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হাসনাবাদ, ঢাকা (১৯৪০)
- ১২। ব্রাদার আন্দ্রে হাই স্কুল, সোনাপুর, নোয়াখালী (১৯৪০)
- ১৩। বিড়ইডাকুনী হাই স্কুল, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ (১৯৪১)
- ১৪। সেন্ট মেরিস গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (১৯৪১)
- ১৫। মরিয়াম আশ্রম হাই স্কুল, দিয়াং, চট্টগ্রাম (১৯৪৬)
- ১৬। নটর ডেম কলেজ, ঢাকা (১৯৪৯)
- ১৭। হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা (১৯৫০)
- ১৮। আওয়ার লেডি অব ফাতিমা গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯৫০)
- ১৯। সেন্ট ফিলিপস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর (১৯৫০)
- ২০। হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুল, তেজগাঁও, ঢাকা (১৯৫১)
- ২১। সেন্ট্রেড হার্ট হাই স্কুল, যশোর (১৯৫৩)
- ২২। উদয়ন হাই স্কুল, বরিশাল (১৯৫৩)
- ২৩। সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা (১৯৫৪)
- ২৪। নারিকেলবাড়ি হাই স্কুল, গোপালগঞ্জ (১৯৫৬)
- ২৫। সেন্ট পলস্ হাই স্কুল, মোংলা, বাগেরহাট (১৯৫৭)
- ২৬। ফাতিমা হাই স্কুল, খুলনা (১৯৫৯)
- ২৭। ডন বস্কে হাই স্কুল, বান্দরবান (১৯৫৯)
- ২৮। সেন্ট লুইস হাই স্কুল, বোণী, নাটোর (১৯৬০)
- ২৯। সেন্ট যোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনপাড়া, নাটোর (১৯৬৩)
- ৩০। কর্পোসক্রিস্টি হাই স্কুল, জলছত্র, টাঙ্গাইল (১৯৬৭)
- ৩১। সেন্ট্রেড হার্ট হাই স্কুল, বালুচরা, নেত্রকোনা (১৯৬৭)
- ৩২। বটমলি হোম গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা (১৯৬৮)
- ৩৩। রাণীখং হাই স্কুল, নেত্রকোনা (১৯৬৮)
- ৩৪। মঠবাড়ী গার্লস হাই স্কুল, গাজীপুর (১৯৬৯)
- ৩৫। সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার, ঢাকা (১৯৬৯)
- ৩৬। সেন্ট ফ্রেডেরিকস্ হাই স্কুল, বড়য়াকোনা, নেত্রকোনা (১৯৭১)
- ৩৭। এস.এফ.এক্স. গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা (১৯৭২)
- ৩৮। সেন্ট পলস্ হাই স্কুল, পীরগাছা, টাঙ্গাইল (১৯৭২)
- ৩৯। নারায়ণতলা হাই স্কুল, মুগাইপাড়া, সুনামগঞ্জ (১৯৭২)
- ৪০। সেন্ট তেরেসা হাই স্কুল, ভালুকাপাড়া, ময়মনসিংহ (১৯৭৬)
- ৪১। সেন্ট পলস্ হাই স্কুল, চাঁদপুর, নওগাঁ (১৯৮০)
- ৪২। মুক্তিদাতা হাই স্কুল, ডিঙ্গাডুবা, রাজশাহী (১৯৮৬)
- ৪৩। সেন্ট রিটাস হাই স্কুল, মথুরাপুর, পাবনা (১৯৮৯)
- ৪৪। লক্ষ্মীপুর মিশন হাই স্কুল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার (১৯৮৯)
- ৪৫। সেন্ট মার্খা গার্লস হাই স্কুল, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (২০০২)
- ৪৬। সেন্ট জন পল-২ হাই স্কুল, বড়লেখা, মৌলভীবাজার (২০১৩)
- ৪৭। নটর ডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা (২০১৩)
- ৪৮। নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ (২০১৫)
- ৪৯। সেন্ট মার্সেলিন হাই স্কুল, গিয়াসনগর, মৌলভীবাজার (২০১৭)
- ৫০। ডন বস্কে স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিরিশিরা, নেত্রকোনা (২০১৯)

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কাথলিক মণ্ডলীতে বর্তমানে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০টি কলেজ, ৮৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (এর মধ্যে ৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মূলত মণ্ডলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরে সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে) এবং প্রায় ৬০০টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষা কেন্দ্র ও কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা করছে। মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ১,৫০,০০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে; এর মধ্যে ৭০% মুসলিম, ২০% খ্রিস্টান এবং ১০% হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। শিক্ষকদের মধ্যে ৪৮% খ্রিস্টান এবং ৫২% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। পরিচালনা পর্ষদ ও গভর্নিং বডির সদস্যদের মধ্যে ৪০-৬০% খ্রিস্টান এবং অবশিষ্ট সদস্যরা প্রতিবেশী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

খ. মানসম্মত ও সমন্বিত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব

কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উচ্চ শিক্ষাগত মান এবং জাতীয় পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য সুপরিচিত। তবে তাদের লক্ষ্য শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন নয়; বরং শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ বা “পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠন”।

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ: সততা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা গড়ে তোলা।

চরিত্র গঠন: সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বিকাশ করা।

সহশিক্ষা কার্যক্রম: খেলাধুলা, বিতর্ক, বিজ্ঞান মেলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, স্কাউটিংসহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ, সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলকে বাংলাদেশে বাল্কেটবল খেলার প্রবর্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ. দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবায় অঙ্গীকার

বাংলাদেশে কাথলিক শিক্ষামিশনের অন্যতম মূলনীতি হলো “দরিদ্রের প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার”। এ নীতির আলোকে মণ্ডলী বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে—

আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা: গারো, হাজং, সাঁওতাল, মাহালী, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, ওরাও, মালো, খাসিয়া, রাখাইন, চাকমা, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে কাথলিক মিশনারিরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

নারী ও কন্যাশিক্ষা: অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার এবং নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বস্তিবাসী ও পথশিশু: শহরাঞ্চলের কিছু কাথলিক প্রতিষ্ঠান বস্তিবাসী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সাক্ষরতা ও শিক্ষার বিশেষ কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানব মর্যাদার প্রসার

কাথলিক মণ্ডলী শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানব মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। তাই তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেবার মানসিকতা গড়ে তোলা, সমাজকল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের চেষ্টা উদ্বুদ্ধ করে।

ঙ. জাতীয় উন্নয়নে অবদান

ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে কাথলিক মণ্ডলী বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য শিক্ষার্থী পরবর্তীকালে শিক্ষা, রাজনীতি, প্রশাসন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের সাফল্য কাথলিক শিক্ষার মানের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রখ্যাত প্রকৌশলী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ আরও শত শত কীর্তিমান কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

উপসংহার

দুই শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে কাথলিক মণ্ডলী বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নের এক বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে কাজ করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মণ্ডলী বর্তমানে প্রায় ১,৫০,০০০ শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করছে, যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সামাজিক পটভূমির শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বাস, মানবমর্যাদা সেবা এবং উৎকর্ষতার মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে নৈতিকভাবে দৃঢ়, শিক্ষাগতভাবে দক্ষ এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কাথলিক শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পাঠ্যজ্ঞান প্রদান নয়; বরং মানুষের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে মণ্ডলী বিশেষভাবে দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, নারী এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মানবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে কাথলিক স্কুল ও কলেজসমূহ জাতীয় সম্প্রীতি ও শিক্ষাগত উৎকর্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর অবদান কেবল তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সেই সকল শিক্ষার্থীর জীবন ও কর্মের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে, যারা পরবর্তীকালে দেশের বিশিষ্ট নেতা, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা এবং সমাজসেবক হিসেবে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশ যখন টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, তখন কাথলিক মণ্ডলী আলোকিত মনন, মানবিক হৃদয় এবং দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনের মাধ্যমে ঈশ্বর, দেশ ও মানবতার সেবায় তার শিক্ষা মিশন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।

জ্যোতি এফ. গমেজ

সচিব, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষাক্ষেত্রে কারিতাস বাংলাদেশের অবদান

যুদ্ধবিক্ষণ একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটি স্থিতিশীল ও সমন্বিত শিক্ষাক্রমের অভাব, শিক্ষকদের মান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, পাঠ্যসূচির অন্তর্নিহিত ত্রুটি এবং বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের যুগোপযোগী সুপারিশ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। এসব সমস্যার কারণে দেশের শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন দীর্ঘদিন ধরে ব্যাহত হয়েছে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে কারিতাস বাংলাদেশ দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় ভাটিকান কাউন্সিলের শিক্ষা অনুযায়ী, মাতা মণ্ডলীর দায়িত্ব হলো তাঁর সন্তানদের এমন শিক্ষা প্রদান করা যাতে তাদের সমগ্র জীবন খ্রিস্টের চেতনা ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়। একই সঙ্গে মণ্ডলী সকল মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, সমাজের সমৃদ্ধি এবং একটি অধিক মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বজনীন ও স্থানীয় মণ্ডলীর শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ “শিক্ষা, গঠন ও সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন”-কে তার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিতাস বাংলাদেশ একদিকে যেমন মণ্ডলীর শিক্ষা মিশন ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রতিও সাড়া দিচ্ছে।

প্রধান শিক্ষামূলক উদ্যোগসমূহ

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি (Non-Formal Education Programmes): আদিবাসী, নৃ-গোষ্ঠী, পাহাড়ি এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত।

২. শিক্ষক সক্ষমতা উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন কর্মসূচি (Teacher Capacity Building and Human Development Programmes): শিক্ষাদান ও শিখন প্রক্রিয়ার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Technical and Vocational Training Programmes): ঝুঁকিপূর্ণ, পাচারের শিকার ও সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের কর্মসংস্থানমুখী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৪. সহশিক্ষা ও বিদ্যালয় সহায়তা কার্যক্রম (Co-curricular and School Support Activities): প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ এবং তাদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতা লালন।

৫. যুব গঠন কর্মসূচি (Youth Formation Programmes): যুবসমাজের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।

৬. বৃত্তি ও উপবৃত্তি কর্মসূচি (Scholarships and Stipend Programmes): দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৭. ডে-কেয়ার সেন্টার (Day Care Centres): অভ্যন্তরীণ অভিবাসী ও কর্মজীবী অভিভাবকদের শিশুদের নিরাপত্তা, যত্ন এবং প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ নিশ্চিত করা।

৮. শিশু সুরক্ষা কর্মসূচি (Child Protection Programmes): শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, অধিকার এবং সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম।

৯. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়ন (Improvement of Physical Facilities): নিম্ন প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

গত পাঁচ দশকে কারিতাস বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

১৯৭২ থেকে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট ৬২,৮৯৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭২ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৮টি শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ১.১৬ মিলিয়নেরও বেশি শিশু মৌলিক শিক্ষা লাভ করেছে। এ লক্ষ্যে ১,৮২৯টি গ্রামে ২,৮৪৩টি শিক্ষা কেন্দ্র/বিদ্যালয় পরিচালিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, উপকারভোগীদের ৬৫% ছিল মেয়ে শিশু।

মোট ৭,২০,৩০৯ জন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা অব্যাহত রাখতে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

প্রায় ১৬,৩৪৩ জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় ও উদ্ভাবনী শিক্ষণ-পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সর্বমোট ১,৫৮১ জন শিক্ষক পিটিআই (PTI), বি.এড. (B.Ed.) সহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

প্রায় ৮,৯৩০ জন শিক্ষক নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রায় ৬৭,৭৫৭ জন যুবক-যুবতী নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধভিত্তিক বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৭২ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১,০৯,৩৬৯ জন যুবক-যুবতী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ লাভ করেছে, যার মধ্যে ৮৭,৪৮৮ জন চাকরি লাভ করেছে অথবা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে।

উপসংহার

মানব উন্নয়ন, সামাজিক রূপান্তর এবং জাতি গঠনের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা প্রসারে কারিতাস বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানব মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং সেবার সুসমাচারভিত্তিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এর শিক্ষামূলক কার্যক্রম দেশের কোটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে এবং শিশু, যুবক-যুবতী, শিক্ষক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশ যখন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে কারিতাস বাংলাদেশ তার শিক্ষামূলক কর্মসূচি, অংশীদারিত্ব এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষা, গঠন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিশু উন্নয়নের মাধ্যমে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি আলোকিত, দক্ষ, নৈতিক ও মানবিক সমাজ গঠনে অবদান রাখতে চায়, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে এবং জাতির সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড

২৪/সি, সিবিবি সেন্টার, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

দূরালপনী: ০১৭১৩-৩৮৪০০৬, ০১৯৯৩৫৪৭৪৪৩, ০১৯২৪-৭৯৫২০৫, ই-মেইল: bcebsg@gmail.com

সাধারণকালের দ্বাবিংশ রবিবার [‘ক’ পূজনবর্ষ] কাথলিক শিক্ষা দিবস ২০২৬

“একসঙ্গে, আমরা সর্বদা আরও শক্তিশালী” (Together, we are always stronger)

খ্রিস্টিয়াগের কাঠামো

প্রস্তুতি :

১) গির্জার প্রবেশদ্বার ও উপযুক্ত স্থানগুলোতে কাথলিক শিক্ষা দিবসের (রবিবারের) পোস্টার দিয়ে সাজানো যেতে পারে (যদি থাকে)।
২) খ্রিস্টিয়াগ শুরু হওয়ার পূর্বে ভক্তজনগণ বসে থাকবেন। এসময় পৌরহিত্যকারী যাজক অথবা ডিকন, কিংবা একজন প্রতিনিধি সবাইকে কাথলিক শিক্ষা দিবস (রবিবার) ও শিক্ষাগত সংহতি তহবিল (educational solidarity fund) গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিবেন এবং ভক্তজনগণকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন। এর কিছুক্ষণ পর পুণ্য খ্রিস্টিয়াগ আরম্ভ হবে।

পুণ্য খ্রিস্টিয়াগ

৥ ক ৥ প্রবেশ অনুষ্ঠান

ক. প্রবেশ গীতি : নন্দিত মনে প্রভুর ভবনে...
(অথবা উপযুক্ত একটি গান)

খ. ‘ক্লেশের চিহ্ন’ ও সম্ভাষণ

গ. পুনর্মিলন রীতি : (১) সমবেত পাপস্বীকার
প্রার্থনা ও ক্ষমা-দান।

(২) দয়া-বন্দনা: “হে প্রভু দয়া কর,
হে খ্রিস্ট দয়া কর...”।

ঘ. মহিমাশ্লোক: জয় পরমেশ্বর উর্ধ্বলোকে
জয়...। (গান)

ঙ. উদ্বোধন প্রার্থনা

হে পরম পিতা, তোমার পুত্র যিশু খ্রিস্ট
যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু বরণ করেই

আমাদের সামনে এই সত্য প্রকাশ করেছেন
যে, এমন এক মহাজীবন আছে যা লাভ করার
জন্যে নিজের প্রাণও তুচ্ছ করা চলে।

অনুন্নয় করি তোমায় :

এই সত্য আমাদের অন্তরে অনিবার্ণ আলোর
মতো জ্বলতে থাকুক,

আমরা যেন স্বার্থের সন্ধানে ছুটে না মরি;

বরং অন্য সবকিছু তুচ্ছ করে তোমার ইচ্ছাই
এই জীবনে পূর্ণ করতে তৎপর থাকি।

তোমার পুত্র আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের
নামে এই প্রার্থনা করি,

যিনি পবিত্র আত্মার সংযোগে ও তোমার সঙ্গে,
জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা এক ঈশ্বররূপে যুগে
যুগে বিরাজমান।

৥খ৥ বাণী-ঘোষণা

দ্রষ্টব্য: বাণীবিতান, সাধারণকালের দ্বাবিংশ
রবিবার, ‘ক’ পূজনবর্ষ]

ক. প্রথম পাঠ (যেরেমিয়া ২০: ৭-৯)

খ. সাম সঙ্গীত (৬৩: ১-৫, ৭-৮)

গ. দ্বিতীয় পাঠ (রোমীয় ১২: ১-২)

ঘ. মঙ্গলসমাচার (মথি ১৬: ২১-২৭)

ঙ. বাণী ব্যাখ্যা (উপদেশ সহায়িকা)

প্রিয় খ্রিস্টভক্তগণ, আজ আমরা বাংলাদেশের
কাথলিক মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো কাথলিক
শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন করছি। এটি শুধু
একটি বিশেষ দিবস নয়; এটি আমাদের
একটি বিশেষ আহ্বান আমরা যেন নতুন
করে উপলব্ধি করি, শিক্ষা শুধু জ্ঞান দেওয়ার
বিষয় নয়; শিক্ষা হলো মানুষ গড়ে তোলার
একটি পুণ্য দায়িত্ব। আজকের দিনের মূলসুর:
“একসঙ্গে, আমরা সর্বদা আরও শক্তিশালী।”
এই কথাটি শুধু একটি সুন্দর শ্লোগান নয়;
আজকের ঐশ্বরবাহীর গভীর সত্যও এর মধ্যে
নিহিত আছে।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা প্রবক্তা
যেরেমিয়ার কথা শুনি। ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা
করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত, আহত এবং প্রায়
ভেঙে পড়েছেন। তিনি মনে করছেন যে তিনি
আর পারবেন না। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী তাঁর
হৃদয়ে এমন এক আগুন হয়ে জ্বলছে, যা তিনি
নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন না, তাঁকে
যে তা প্রচার করতেই হবে। তিনি বলেন
ঈশ্বরের বাণী যেন তাঁর অস্থির মধ্যে আবদ্ধ
আগুন। এখানে আমরা শিক্ষার একটি গভীর
অর্থ খুঁজে পাই। সত্যিকারের শিক্ষা এমন
একটি আলো, যা একজন মানুষের ভিতরে
জ্বলে ওঠে এবং পরে অন্যের জীবনকেও
আলোকিত করে। একজন ভালো শিক্ষক শুধু
বই-পুস্তকই পড়ান না; তিনি আশা জাগান।
তিনি শুধু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন না;
জীবনের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি শুধু একটি
পেশার দিকে পরিচালিত করেন না; একজন
ভালো মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন ও পথ দেখান।

বাংলাদেশে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ
ইতিহাস আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে
দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের
যাজক, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী, শিক্ষক-
শিক্ষিকা এবং অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষ
শিক্ষার মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে গড়ে
তুলেছেন। আমাদের বিদ্যালয়গুলো শুধু
খ্রিস্টান শিশুদের জন্য নয়; ধর্ম, জাতি,

সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য
উন্মুক্ত থেকেছে। এভাবে বাংলাদেশ কাথলিক
মণ্ডলী মঙ্গলসমাচারের সুন্দর সাক্ষ্য বহন
করছে : শিক্ষা হলো মানবমর্যাদার সেবা।

আজ আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি ঈশ্বরের
সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল
গাঙ্গুলীকে, যিনি শুধু বাংলাদেশের প্রথম
বাঙালী আর্চবিশপই ছিলেন না, সেই সঙ্গে
ছিলেন একজন অগ্রগামী শিক্ষাবিদ। তাঁর
জীবন আমাদের শেখায় একটি মানুষকে
শিক্ষিত করা মানে শুধু একজন ব্যক্তিকে উন্নত
করা নয়; তার মাধ্যমে একটি পরিবার, একটি
সমাজ, এমনকি একটি জাতির ভবিষ্যৎকে
আলোকিত করা।

আজকের মঙ্গলসমাচার আমাদের আরও গভীর
একটি সত্যের সামনে দাঁড় করায়। যিশু তাঁর
শিষ্যদের বলেন: “কেউ যদি আমার অনুসরণ
করতে চায়, তবে সে নিজেই অস্বীকার
করুক, নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে
অনুসরণ করুক।” শিক্ষার পথও এমনই একটি
ক্রুশের পথ। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা সহজ
নয়। দরিদ্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি শিশুকে
বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা সহজ নয়। একজন
দরিদ্র ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা
সহজ নয়। প্রয়োজনীয় বই, পোশাক, শিক্ষা-
উপকরণ কিংবা নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ
নিশ্চিত করাও সহজ নয়। চ্যালেঞ্জ আছে,
তবুও কি আমরা থেমে থাকবো। আমরা যদি
সত্যিই বিশ্বাস করি যে প্রতিটি শিশু ঈশ্বরের
প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, তাহলে কোনো শিশুর
দারিদ্র্য তার ভবিষ্যতের দরজা বন্ধ করে
দিতে পারে না।

দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল আমাদের আহ্বান
করেন: “তোমাদের মন যেন নতুন হয়ে
ওঠে।” শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যও তো মানুষের
মনকে নবীন করা, চিন্তাকে আলোকিত
করা, বিবেককে জাগ্রত করা, হৃদয়কে
মানবিক করা এবং মানুষকে সত্য, ন্যায্য ও
সেবার পথে পরিচালিত করা। তাই কেবল
ভালো ফলাফল অর্জনের শিক্ষা নয়। এটি
এমন শিক্ষা, যা একজন শিশুকে শেখায়:
“আমি কে? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?
অন্য মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব কী? দুর্বল
মানুষের পাশে দাঁড়ানো কেন প্রয়োজন?”
এবং সবচেয়ে বড় কথা— “ঈশ্বর আমাকে যে
জীবন দিয়েছেন, তা দিয়ে আমি অন্যের জন্য
কী করতে পারি?”

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আজকের কাথলিক শিক্ষা দিবস আমাদের সামনে একটি বাস্তব চ্যালেঞ্জও তুলে ধরে। আমাদের দেশে এখনও বহু শিশু ও তরুণ-তরুণী দারিদ্র্য, দূরবর্তী অবস্থান, সীমিত সুযোগ ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার শিশুরা অনেক সময় তাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে পিছিয়ে পড়ে। এখানেই আজকের মূলসূর আমাদের পথ দেখায়: “একসঙ্গে, আমরা সর্বদা আরও শক্তিমান।”

একটি পরিবার একা হয়তো একটি শিশুর শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারে না। একটি ছোট ধর্মপল্লী হয়তো একা অনেক শিশুকে সাহায্য করতে পারে না। একটি বিদ্যালয় হয়তো সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি একসঙ্গে দাঁড়াই, ধর্মপল্লী, পরিবার, বিদ্যালয়, ধর্মীয় সংঘ, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং প্রত্যেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব।

আমাদের ছোট একটি দান কারও কাছে একটি বই হতে পারে। আমাদের সামান্য সহযোগিতা কারও কাছে একটি বৃত্তি হতে পারে। আমাদের একটি প্রার্থনা কারও জীবনে আশার আলো হয়ে উঠতে পারে। আর আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ হয়তো এমন একটি শিশুর ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে, যে আজও জানে না তার মধ্যে কত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। আজকের এই রবিবার তাই শুধু অর্থ সংগ্রহের আহ্বান নয়; এটি সংহতির আহ্বান। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় – কেউ যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়।

যিশু আমাদের বলেছেন, “নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করো।” তাই আসুন, আমরা শিক্ষার এই দায়িত্বকেও একটি পবিত্র ক্রুশ হিসেবে গ্রহণ করি। আসুন, আমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রার্থনা করি, সচেতনতা সৃষ্টি করি এবং শিক্ষাগত সংহতি তহবিল (Educational Solidarity Fund)-এর এই উদ্যোগে উদারভাবে অংশগ্রহণ করি।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, একটি শিশু যখন শিক্ষার সুযোগ পায়, তখন শুধু একটি জীবন বদলায় না একটি পরিবার বদলায়, একটি সমাজ বদলায়, একটি ভবিষ্যৎ বদলায়। আজ আমরা যদি একসঙ্গে এগিয়ে আসি, তাহলে আমরা শুধু আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মহান উত্তরাধিকারকে সম্মান করব না; আমরা আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতেও অংশ নেব। তাই আসুন, আজ আমরা একটি অঙ্গীকার করি: কোনো শিশু যেন দারিদ্র্যের কারণে তার স্বপ্ন হারিয়ে না ফেলে। কোনো তরুণ যেন সুযোগের অভাবে তার ভবিষ্যৎ হারিয়ে না ফেলে। কোনো প্রতিভা যেন প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে

অন্ধকারে হারিয়ে না যায়।

কারণ আমরা একসঙ্গে আছি। আমরা একে অন্যের শক্তি। আমাদের সম্পদ হয়তো সীমিত, কিন্তু আমাদের ভালোবাসা সীমাহীন হতে পারে। “একসঙ্গে, আমরা সর্বদা আরও শক্তিমান।” আসুন, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা আবারও শিক্ষার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার নবায়ন করি। আমাদের বিদ্যালয়গুলো হোক জ্ঞানের আলো, মানবতার আশ্রয় এবং মঙ্গলসমাচারের জীবন্ত সাক্ষ্য।

[সাময়িক নীরবতা]

চ. বিশ্বাসমন্ত্র ঘোষণা

ছ. সর্বজনীন প্রার্থনা (বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনা)

যাজক : প্রিয়জনেরা, যিশু খ্রিস্ট আমাদের পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর আলোয় পরিচালিত হয়ে আমরা যেন জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভালোবাসায় বেড়ে উঠতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে আসুন আমরা পরম পিতার কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করি।

১। সর্বজনীন মণ্ডলীর জন্য: আমরা প্রার্থনা করি, পোপ, সকল বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিনী এবং মণ্ডলীর সকল পরিচালক যেন খ্রিস্টের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিচালিত হয়ে তরুণ প্রজন্মকে সত্য, বিশ্বাস ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করেন। আসুন, আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

২। কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য: আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের সকল কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন শুধু জ্ঞান বিতরণের স্থান নয়, বরং বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সেবার চেতনা গড়ে তোলার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। আসুন, আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

৩। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য: আমরা প্রার্থনা করি, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা-সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রভু জ্ঞান, ধৈর্য ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করুন, যেন তাঁরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের কাছে জ্ঞানের পাশাপাশি উত্তম জীবন যাপনের আদর্শ হয়ে উঠতে পারেন। আসুন, আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

৪। শিশু, কিশোর ও তরুণদের জন্য: আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের সকল শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণী যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভাকে সঠিকভাবে বিকশিত করতে পারে এবং শিক্ষা, বিশ্বাস ও নৈতিকতার আলোকে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলে সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে। আসুন, আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

৫। আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য: আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের বাংলাদেশে শিক্ষা যেন সকলের জন্য সহজলভ্য ও মানবিক মর্যাদাপূর্ণ হয়; এবং কাথলিক শিক্ষা-কমিশনের সকল সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শুভাকাঙ্ক্ষী একসঙ্গে কাজ করে একটি ন্যায্যভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ গড়ে

তুলতে পারে। আসুন, আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

যাজক : হে মঙ্গলময় পিতা পরমেশ্বর, তোমার দয়া ও করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রেখে যে সকল প্রার্থনা তোমার চরণে নিবেদন করলাম তা তুমি গ্রহণ ও পূরণ কর। আমাদের সকলকে তোমার সত্য ও ভালোবাসার পথে পরিচালিত কর। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে।

৷৷ যজ্ঞ রীতি

ক. অর্থ্যগীতি : আমাদেরই দান লহো, লহো ভগবান... (অথবা উপযুক্ত গান)

খ. অর্থ্য আনয়ন ও প্রস্তুতকরণ

গ. অর্থ্য প্রার্থনা

হে পরম পিতা, অনুন্নয় করি তোমায় :

এই যে- অর্থ্য আমরা তোমার চরণে এনে দিলাম, তা যেন আমাদের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের দেহে ও রক্তে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের ওপর নামিয়ে আনে তোমার অমেয় আশীর্বাদ। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আমরা খ্রিস্টের যে মুক্তি-কর্ম স্মরণ করি, তা যেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে আমাদের মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠে। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

ঘ. ধন্যবাদিকা স্তুতি

[দ্রষ্টব্য: ‘প্রভুর স্মরণোৎসব’ বই, সাধারণকালের রবিবারের বন্দনা]

ঙ. খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা-২ [পরবর্তী অংশ খ্রিস্টায়াগ রীতি থেকে]

৷৷ যজ্ঞ ভোজ

ক. প্রভুর প্রার্থনা [গান করে করা যেতে পারে]

খ. শান্তি কামনা ও শান্তি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

গ. রুটি খণ্ডন : হে বিশ্ব পাপহর ...

ঘ. প্রসাদ বিতরণ

প্রসাদ গীতি : বাঁধে যে রুটিকা ... (অথবা উপযুক্ত গান)

ঙ. কম্যুনিয়নের পর প্রার্থনা

হে পরম অনুদাতা,

তোমার অমৃতান্ন গ্রহণ করে আজ আমরা ধন্য হলাম। এই পরম প্রীতি-ভোজের শেষে আমরা আবার তোমাকে ডাকি : আমাদের অন্তরে জাগ্রত কর এমনই ভক্তি- ভালবাসা, যাতে আমরা আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাই, তোমাকেই সেবা করি। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

৷৷ প্রেরণ রীতি

ক. আশীর্বাদ

খ. প্রেরণ সম্ভাষণ

গ. সমাপন-গীতি : হাতে হাতে হাত ধরে চলরে... (অথবা উপযুক্ত গান)

আমরা সবাই ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র পবিত্র জীবনের সাক্ষ্যবহনকারী

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

আমরা বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তগণ বিশেষ করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিশপ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও ভক্তগণ আমাদের চিন্তা-চেতনায় যাকে আদর্শ হিসেবে রেখেছি তিনি হলেন ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সবকিছুতেই ছিলেন প্রথম। ধ্যানে জ্ঞানে-আচরণে ও সেবাকর্ম পালনে তিনি হয়ে আছেন বাংলাদেশ মণ্ডলীতে একজন অবিস্মরণীয় পথিকৃৎ ও অগ্রগামী সাধু পুরুষ।

আমরা যারা তাঁকে নিজের চোখে দেখেছি আমরা বুঝতে পেরেছি জীবদ্দশায় তিনি

ও প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। নম্রতা ও ভদ্রতা গুণটি আমরা স্পষ্টভাবে তাঁর মধ্যে দেখতে পেতাম। আর্চবিশপ ছিলেন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান। এই পরিবারটি ছিল এলাকার মধ্যে খুবই আদর্শস্থানীয়। তাঁদের প্রতি সবারই ছিল অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁরা ছিলেন গভীর বিশ্বাসী খ্রিস্টান। সকাল-সন্ধ্যা তাঁদের পরিবারে নিয়মিত প্রার্থনা হতো। পরিবারে তাঁরা সবাই মিলে সবসময় ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকতেন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠা ও প্রভাত প্রার্থনা করা, সন্ধ্যায় পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা করা, প্রতিদিন

পুরোহিত হওয়ার পর আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বিভিন্ন ব্রতধারী-ধারিণীদের কনভেন্টে ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে যেতেন। তিনি অনেক ভক্তি সহকারে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। খ্রিস্টযাগের জন্য তিনি সব সময় ভাল প্রস্তুতি নিতেন। ব্রাদার-সিস্টার-সেমিনারীয়ানগণ মধুর কণ্ঠে তাঁর খ্রিস্টযাগ পছন্দ করতেন আচার-আচরণে তিনি ছিলেন খুবই মার্জিত স্বভাবের ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর পরীক্ষামূলকভাবে বটমলী হোমের মাঠে প্রথম বাংলায় তিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। শিশুরা খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুতি নেয়। প্রথমবারের মত বাংলায় প্রভু দয়া কর, জয়পরমেশ্বর, পুণ্য পুণ্য ও অন্যান্য গানগুলি করা হয়। খ্রিস্টযাগে ছিল দেশীয় উপকরণের ব্যবহার। দেশীয় ঐতিহ্যে পবিত্র পাত্রগুলি ব্যবহার করা হয়। সেদিন সেই খ্রিস্টযাগে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবারই ছিল এক অন্যরকম অনুভূতি। সকলেই বাংলা ভাষায় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পেয়ে খুবই আনন্দিত ছিলেন। মানুষের পুলকিত ভাব দেখে বিশপ গাঙ্গুলী অনেক আনন্দ পেয়েছিলেন। দিনটি ছিল বিশপ গাঙ্গুলীর জন্য একটি স্মরণীয় দিন। তিনি খ্রিস্টযাগ শেষে কৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টযাগ শেষে তিনি বলেছিলেন, “হ্যাঁ, আমরা পেরেছি।”

তাঁর জীবনে যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন, সেটা ভাল হোক বা খারাপ হোক তাতে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। তিনি যখন আর্চবিশপ হোনারের সহকারী বিশপ ছিলেন তখন তাদের মধ্যে সুন্দর বড় ভাই-ছোট ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল। আর্চবিশপ হোনারের সব কাজে তিনি আন্তরিকভাবে ও বাধ্য থেকে সহযোগিতা করতেন। বিভিন্ন কাজে আর্চবিশপের সাথে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, উন্মুক্ত এবং নির্ভরশীল। সে সময় ঢাকা আর্চবিশপস্ হাউজে ছিলেন- আর্চবিশপ হোনার, ফাদার চার্লস, ফাদার টমাস জিয়ারম্যান ও ফাদার মাইকেল ডি'রোজারিও এবং তাঁদের সকলের মধ্যেই ছিল আন্তরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া। যেন একটি ভ্রাতৃসমাজ। তাঁদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক অধীনতা। তিনি ছিলেন আর্চবিশপ হোনারের ডান হাত। তিনি তাই করতেন যা করা প্রয়োজন।



একজন ‘সাধু’ বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবনের পবিত্রতা প্রশ্নাতীত। তাঁর জীবনে কোন গুণেরই অভাব ছিল না। তিনি ছিলেন একজন বিন্দ্র সেবক।

১৯৭৫-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারিতে থাকাকালীন সময়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। এ সময় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। সে সময় আমাদের পরিবারে প্রচণ্ডভাবে আর্থিক সংকট ছিল। এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে এবং তিনি আমার বান্দুরা সেমিনারিতে থাকার খরচ পুরোটাই বহন করেছেন। আমি যখন বান্দুরা স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়াশুনা করি সে বৎসরই আমি তাঁর কাছ থেকে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করি। সেই ছোটবেলায়ই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী

খ্রিস্টযাগে যোগদান, নিয়মিত পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করা, আরাধ্য সংস্কারের প্রতি ভক্তি ও প্রার্থনা, বাড়িতে বেদীর সামনে প্রার্থনা, খাবারের আগে ও পরে প্রার্থনা, কোথাও যাত্রা করার আগে প্রার্থনা, বড়দের আশীর্বাদ গ্রহণ করা, পড়াশুনা শুরু করার আগে পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করা, খেলার সময় যেন বিজয় লাভ করতে পারেন সেজন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি- এগুলো ছিল আর্চবিশপ গাঙ্গুলী'র নিয়মিত চর্চা। গ্রাম ও ধর্মপল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁর ছিল সুসম্পর্ক। বাড়ির আশেপাশে হিন্দু ভাইবোনগণ থাকতেন। তাঁদের সাথেও তিনি ভাল সম্পর্ক রেখে চলতেন। মুসলিম ভাইবোনদের ঈদে এবং হিন্দুদের পূজা পার্বণেও নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি যেতেন। সেসময় আঠারগ্রাম এলাকায় লক্ষ্মীপূজা অনেক ঘটা করে পালন করা হত এবং পূজার সময় যাত্রাপালা হতো। তিনি অন্যান্যদের সাথে রাত জেগে তা উপভোগ করতেন।

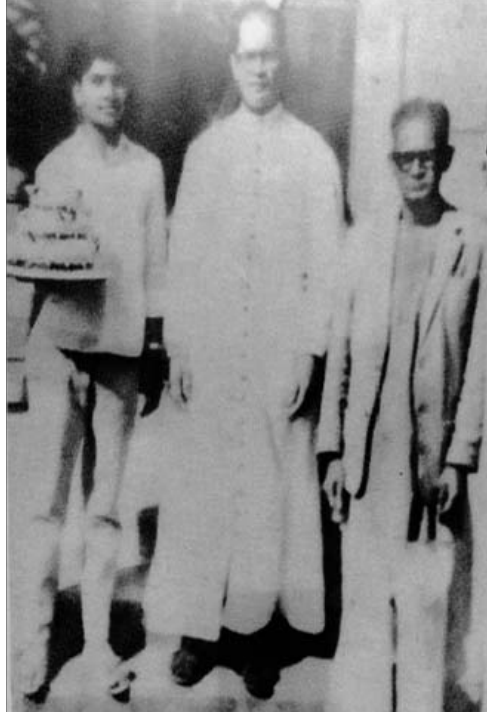
বিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং আর্চবিশপের যোগ্য সহকারী ও পরবর্তীতে উত্তরসূরী। কোন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলে তিনি আর্চবিশপকে সঠিক পরামর্শ দিতেন। তাঁর যে ধারণাগুলি আছে তা তিনি উপযুক্ত মনে করলে আর্চবিশপের সাথে সহভাগিতা করতেন। পালকীয় কাজে তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী প্রয়াত ফাদার ফ্রান্সিস সীমাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় খ্রিস্টযাগের কাঠামো পরিকল্পনা করতেন এবং একত্র করে সাজাতেন। কারণ তিনি চাইতেন সকলেই যেন বুঝতে পারে এমন ভাষায় ও ভালোবাসায় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পারে। মানুষ খুব সহজভাবেই তাঁর কাছে আসতে ও কথা বলতে পারতেন।

তিনি খুবই সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। তাঁর ছিল একটি সাইকেল ও Volkswagen গাড়ি। গাড়িটি তিনি খুব ভালবাসতেন। কোন ফাদার বা সিস্টারের এয়ারপোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি নিজে এই সাধারণ গাড়িটি ড্রাইভ করে পৌঁছে দিতেন। সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন আন্তরিক, যেকোন সহযোগিতা করতে উন্মুক্ত এবং অতিথিপরায়ণ। তিনি পরামর্শ দেওয়া বা পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারেও ছিলেন খোলামেলা। তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশকে খুবই ভালবাসতেন এবং ধর্মপ্রদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক পরিশ্রম করতেন ও যত্ন নিতেন। তাঁর সহকর্মী ভাই পুরোহিতদের সাথে নিয়ে যেন পবিত্রতার পথে বৃদ্ধি পেতে পারেন সেজন্য কাজ করতেন।

যেকোন কঠিন ও সংকটকালীন সময়ে তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতেন। তাঁর সময়ে তেজগাঁও গির্জায় একটা বড় সমস্যা হয়। তেজগাঁও ধর্মপল্লীর তৎকালীন পাল-পুরোহিত ফাদার গ্রেগরী স্টেকমাইয়ার সিএসসি যখন খ্রিস্টভক্তদের বললেন, এখন থেকে সবাইকে হাতে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ নিতে হবে। কারণ ভাটিকান মহাসভায় পূণ্যভূমি থেকে হাতে কম্যুনিয়ন নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তখন ধর্মপল্লীতে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। পক্ষ বিপক্ষে খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে দু'টো ভাগ হয়ে যায়। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী জানতেন, ফাদার স্টেকমাইয়ার বয়সে ও পালকীয় অভিজ্ঞতায় তাঁর চেয়ে বড় এবং একজন পবিত্র ও জ্ঞানী পুরোহিত। তাই ফাদারকে আর্চবিশপ কিছু বলতেও পারছিলেন না, আবার হাতে কম্যুনিয়ন নেওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে খ্রিস্টভক্তদের কোন

এক পক্ষকে সমর্থন দিতেও পারছিলেন না। জনগণ ফাদারের প্রতি কিছুটা অশালীন আচরণ করেন এবং ফাদার বাড়ি ও গির্জা ঘরে তালা লাগিয়ে দেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী



কোন পক্ষ না নিয়ে বিচক্ষণতার সাথে ফাদার স্টেকমাইয়ারকে নীরবে সরিয়ে নেন এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রয়াত ফাদার এলিয়াস রিবেরকে তেজগাঁও পাঠান। পরবর্তীতে ফাদার স্টেকমাইয়ার নীরবে নিজ দেশে চলে যান। তিনি সবকিছুই খুব ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল প্রার্থনা। তিনি চাইতেন সব পক্ষই যেন জিতে।

তিনি শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন ও পরিচর্যা করতেন। যে কারণে তিনি যখনই সময় পেতেন বটমলী হোমে শিশুদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে চলে যেতেন। বটমলী হোমের শিশুদের জন্য পবিত্র শিশু মঙ্গল সংস্থা, সরকার ও অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকে টাকা সংগ্রহ করে আনতেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী মনে করতেন এই অসহায় শিশুদের সাহায্য করা তাঁর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বটমলী হোমের শিশুরাও পিতার মত তাঁকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হতেন। শিশুরা যেন ভাল ও সুস্বাদু খাবার ও টিফিন পেতে পারে সেজন্য তিনি সর্বদা খেয়াল রাখতেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন খুবই কর্মশীল ও সুখী মানুষ। অন্যের জন্যে তিনি যা করতে পারতেন তার সবটুকুই তিনি করতেন এবং

এই কল্যাণ কাজে তাঁর অনেক আনন্দ। তিনি কখনো তাঁর অবস্থান নিয়ে গর্ব করতেন বা ধরে রাখতেন না। কোন অনুষ্ঠানে গেলে যদি তাঁকে প্রথম স্থান দেওয়া হত তিনি বিব্রতবোধ করতেন। তিনি ছিলেন একজন সহানুভূতিশীল ভালোবাসার মানুষ। গরীব ও অভাবগ্রস্তদের জন্য তাঁর সর্বোচ্চ দিয়ে সাহায্য করতেন।

তিনি আর্চবিশপ হিসাবে চেয়েছিলেন সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ যেন মণ্ডলীর কাজে আরো বেশি সক্রিয় হয় এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন। এজন্য তিনি সিস্টার মেরী রাণী এসএমআরএ ও সিস্টার মার্গারেট শীল্ড সিএসসিকে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ করিয়ে এনেছিলেন এবং সিস্টারগণ প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসে এব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে অনেক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম করেছেন এবং ধর্মপল্লীতে সক্রিয় খ্রিস্টীয় সমাজ দল গঠন করেছেন।

তাঁর পুরো জীবনটা মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি সত্যিই ছিলেন ঐশ জ্ঞানে পরিপূর্ণ, নির্মল এবং তাঁর গুণাবলী ছিল উচ্চ মানের। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী খুব শীঘ্রই ধন্য ও সাধুশ্রেণীভুক্ত হোন এবং আমাদের হয়ে ঈশ্বরের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করুন। ৯৯

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

যে, এই মেসের চাকরি হারানো তোমার জন্য কতটা কষ্টের। অন্য কোথাও চাকরি তুমি পাবে, হয়তো বেতনও বেশি পাবে কিন্তু এই যে এখানে আছ, একদম স্বাধীন, নিজের বাড়ির মতো আর আমরাও তোমাকে আমাদের মায়ের মতোই দেখি এইটা কিন্তু অন্য কোথাও পাবে না। নিশ্চয়ই এই কদিনে সেটা বুঝতে পেরেছ। তুমি এখানে আছ, থাকবে যতদিন থাকতে চাও। তবে এই যে পাঁচদিনের কথা বলে দশদিন, পনের দিন, একমাস পরে আস এটা কিন্তু চলবে না। তোমাকে কথা দিতে হবে এরপর বাড়িতে গেলে সাতদিনের বেশি থাকতে পারবে না। তাহলে পরেরবার আমরা কিন্তু আর নাটক করবো না, সত্যি তোমাকে বিদায় করে দেবো। মাসি কাঁদতে লাগলো, আনন্দের কান্না।

পরবর্তীতে মাসির বয়স কমানোর ঔষধ কিনতে চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন আমরা মজা করেছি। এখন পরিণত একটা বয়সে এসে মাসির সেই অসহায় মুখটা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, টপ টপ করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মাসি তুমি যেখানেই আছ, ভালো থেকো। ৯৯

জীবনের গল্প-১৮

সময়টা উনিশ চুরাশি/পঁচাশি। আমি তখন ঢাকার ফার্মগেটে ‘সমবিকাশ প্রিন্টার্স’ এর ম্যানেজার। থাকি পূর্ব রাজাবাজারের একটি মেসে। মোট নয়জন থাকি এই মেসটাতে। একজন বাদে আমরা সবাই অবিবাহিত। আর একজন থাকে, আমাদের মাসি। তার বয়স পঞ্চগন্না থেকে ষাটের মধ্যে হবে। তার জন্য আলাদা একটি ছোট রুম আছে। মাসি আমাদের জন্য বাজার করে, রান্না করে, মাঝে মাঝে দোকান থেকে এটা ওটা এনে দেয়। অনেক সময় আমাদের অভিভাবকের দায়িত্বও পালন করে। বিনিময়ে থাকা, খাওয়া এবং মাসশেষে সাড়ে পাঁচশ’ টাকা বেতন। মাসির একটি বড় গুণ সে খুব অল্প টাকায় বাজার করে আমাদের খাওয়ায়। সপ্তাহে একদিন মাংস আর প্রতিদিনই মাছ খাওয়ায়। আর কারও গেস্ট এলে কিভাবে যেন ম্যানেজ করে তাকেও খাইয়ে দেয়। গেস্ট বা যার গেস্ট সে যদি খুশি হয়ে মাসিকে পাঁচ/দশ টাকা দেয় তাতেই মাসির আনন্দ ধরে না। মাসিকে আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। তবে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে একটু দুষ্টামিও করি, বিভিন্ন কথা বলে তাকে রাগিয়ে আমরা মজা নেই। যেমন একদিন আমি মাসিকে বললাম, আচ্ছা মাসি তুমি যে আমাদের বাজার করো, কিছু থাকতো তোমার? মাসি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখলাম তার চোখে জল টলমল করছে। তারপর বললো, বাবারা তোমরা যে ট্যাকা দেও, আমার পানের পয়সাই থাকে না!

মাসির অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ ছিল, বছরে দুই/তিনবার সে তার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ যেতো এবং প্রত্যেকবারই পাঁচ দিনের কথা বলে দশ/বারো দিন পরে আসতো। আমরা তখন এতিম হয়ে যেতাম। খাওয়ার কষ্ট, মহা কষ্ট। রেস্টুরেন্টে আর কতদিন খাওয়া যায়! টাকার শ্রদ্ধা, তাছাড়া ক্রমাগত কয়েকদিন তিনবেলা খাওয়ার পর আর রুচিও থাকে না। এদিকে রান্নাও করতে পারি না, সে সময়ও কারো নাই।

মাসি যখন আবার বায়না ধরলো বাড়ি যাবে, তখন সবাই মাসিকে বললাম, দেখ মাসি তুমি সব সময় পাঁচ/ছয় দিনের কথা বলে বাড়িতে যাও, তারপর ফিরে আস দশ/বারো দিন পরে এটা কিন্তু ঠিক না। তুমি কি বুঝতে পার না, আমাদের কত কষ্ট হয়! মাসি বললো, বাবারা সবই বুঝি আমি কিন্তু কি করুম কও, তোমাদের মেসো নাই, কিছু জায়গা সম্পত্তি আছে, সেইগুলির তো দেখাশুনা করতে হয়! মেয়েরাতো বিয়া দিছি কিন্তু বাড়িতেতো ছেলে-ছেলের বৌ আর

বয়স কমানোর ঔষধ

খোকন কোড়ায়

একটা নাতি আছে, নাতিটারে দেখতেও তো মন চায়! তবে এইবার কিন্তু আমার দশ/বারো দিনের মতন লাগবো। সবাই আতকে উঠলাম, বলো কি মাসি! মাসি বললো, চিন্তা কইরো না, এই কয়দিনের জন্য আমি একজন মানুষ দিয়া যামু, সে এইখানে থাকতে পারবো না, সকালে আইসা তোমাদের নাস্তা তৈরী কইরা দিবো, তারপর রান্না কইরা দুপুরে চইলা যাইবো। তবে বাজার করতে পারবো না। ঢাকায় নতুন আইছেতো, চিনে না কিছু। কাইল সন্ধ্যায় আমি তারে নিয়া আসুমনে।

পরদিন সন্ধ্যায় মাসি যাকে নিয়ে এলো তার নাম সরলা। বয়স পঁচিশ/ছাব্বিশ হবে। সরলার বাড়ি মাসির গ্রামেই। স্বামী অসুস্থ, কাজকাম করতে পারে না, সংসারে চরম অভাব, তাই চার বছরের মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় এসেছে কাজের সন্ধানে। থাকে রাজাবাজারেই তার এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানেও তাদের বাসার কাজ করে আর অন্যত্রও কাজ খুঁজছে। সরলা গ্রামের হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন, তবে একটু আড়ষ্ট ভাব আছে। মাসিকে বললাম, সরলা তোমার মতো করে রান্না করতে পারবে তো? মাসি বললো, আমি তো আরো পাঁচদিন আছি, শিখাইয়া দিমুনে।

মাসি চলে গেলো। সমস্যা একটা দেখা দিলো, বাজার করবে কে? যাকেই বাজারের কথা বলা হয়, সে-ই কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে বলে, আমি পারবো না। শেষে সাবাস্ত হলো আমরা নয়জন আছি, বাধ্যতামূলক নয়জন নয়দিন বাজার করবো, পরের দিনগুলো লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই বাজার করতে হবে। আর এই নয়দিন কে কবে বাজার করবে সেটাও লটারীর মাধ্যমেই ঠিক করা হলো। সরলা সকাল সাড়ে ছয়টায় চলে আসে, রুটি তৈরী করে, কোনদিন ডিম ভাজি করে, কোনদিন আবার আলু ভাজি করে। এরপর বাজার আসলে রান্না করে দুপুরে চলে যায়। রান্না মোটামুটি করে, তবে মাসির মতো না। আমাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো মাসি যেমন জানতো, সে তো আর সেটা জানে না। তবে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাগুলো দেখা দিলো তা হলো, রাতে অনেক সময় তরকারি কম পড়ে যায়, মাসি থাকলে তখন ডাল রান্না করতো বা ডিম ভেজে দিতো সেটা আর হচ্ছে না। তারপর বিকেলে/সন্ধ্যায় আমরা চার/পাঁচজন মেসে উপস্থিত থাকলে তাস খেলি বা আড্ডা দেই, তখন মাসিকে বলতাম, মরিচ পেঁয়াজ তেল দিয়ে মুড়ি মাখিয়ে দিতে, চানাচুর মাখিয়ে

দিতে বা মোড়ের দোকান থেকে পুরি এনে দিতে, সেটাও আর হচ্ছে না। তাছাড়া যখন তখন মাসিকে দোকানে পাঠাতাম এটা সেটা আনার জন্য সে রাস্তাও বন্ধ। অর্থাৎ মাসির অবর্তমানে আমাদের আরাম আয়েস বাবুগিরি অনেকটাই কমে গেলো।

বারো দিন পার হল, পনের দিন পার হল, মাসির দেখা নেই। এদিকে সরলারও সমস্যা দেখা দিলো, তার মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়লো। একদিন সে এলোই না। তারপর আসতে লাগলো সকাল নয়টা-সাড়ে নয়টার দিকে। এসে কোনরকমে রান্না করে দিয়ে চলে যায়, সকালের নাস্তা আমাদের রেস্টুরেন্টে বা রুটি কলা দিয়ে সারতে হয়। সরলাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসির কোন খবর পেলে? সরলা বললো, হ আমাগো গেরামের একজন মানুষ আইছে, তার কাছে মাসি খবর দিছে, আরো কয়দিন লাগবো।

আরও দশ দিন চলে গেলো, মাসি এলো না। আমরা সব মেস মেস্বাররা মিলে আলোচনায় বসলাম বিষয়টি নিয়ে। সবাই একমত, মাসি যতবারই বাড়ি যায় দেরি করে ফিরে, আমরা কিছু বলি না। কিন্তু এবার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, মাসিকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। সবার মতামত নেয়ার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম, মাসিকে যে আমরা ছাড়িয়ে দেব, সেটা পারবো না কারণ মাসিকে ছাড়া আমাদের চলবে না। তাই মাসির সঙ্গে আমরা একটি নাটক করবো। মাসি আসলে বলবো, দেখ মাসি, তুমি এতদিন পর আসলে, আমরা ভেবেছি তুমি আর আসবেই না। তাই আমরা সরলাকে পারমানেন্ট করে নিয়েছি। তোমার আর চাকরি নাই। তবে তুমি এখানে যতদিন ইচ্ছা থাক, খাও কোন সমস্যা নাই।

মাসি এলো এক মাস পাঁচদিন পর। সন্ধ্যায় শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে মাসি তার ঘরে ঢুকে কাপড় চেঞ্জ করে আমাদের কাছে আসলো। বললাম, মাসি রান্নাঘরে খাবার আছে, খেয়ে নাও। রাতে সব মেস্বাররা মেসে ফিরলে মাসিকে ডাকা হলো, আমাদের মধ্যে যে সিনিয়র সেই মাসিকে বললো কথাগুলো। মাসি বিষয়টাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিলো না, হেসে বললো, জানি বাবারা তোমরা আমার ওপরে রাগ করছো কিন্তু আমি কি করুম কও, একটা জমির সিমানা নিয়া তিনবার দরবার হইছে, ঘর নষ্ট হইছিলো সেইটা ঠিক করলাম, জানতো আমার পোলাডার বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। তাছাড়া আমি তো একজনরে বদলি দিয়া গেছি। আমরা এবার সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললাম, দেখ মাসি আমরা

যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটাই ফাইনাল। এখানে তোমার আর চাকরি নাই। তবে তুমি এখানে যতদিন থাকতে চাও, থাক, খাও, কোন সমস্যা নাই। মাসির ফর্সা মুখটা এবার কালো হয়ে গেলো। কাঁদো কাঁদো হয়ে সে বললো, দেখ বাবারা, চার বছর ধইরা আমি এইখানে আছি, তোমাগো নিজের পোলার মত জ্ঞান করি, তোমরা এই কাম করতে পারলা! আমরা নিরুত্তর।

মাসির সব রাগ গিয়ে পড়লো সরলার ওপর। পরদিন সকালে সরলা এলে মাসি চড়াও হল। বেঙ্গিমান, নিমক হারাম, ঢাকায় চাকরি করতে আসছস, না যৌবন বেঁচতে আসছস, এই ধরনের আরো কত কি যে মাসি বললো তার ইয়ত্তা নেই। সরলাকে আগেই সবকিছু জানিয়ে বলে রেখেছিলাম, মাসি যাই বলুক, তুমি কোন উত্তর দেবে না। সরলাও সেইমতই চুপচাপ তার কাজ করতে লাগলো। আমাদের মধ্যে একজন মাসিকে বললো, দেখ মাসি, সরলাকে বকে কোন লাভ নেই, সরলার কোন দোষ নেই। এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো মাসি, না সরলার দোষ থাকবো ক্যান, সরলাতো তোমাগো পিয়ারের মানুষ।

রাতে মাসি একটা ভাঙ্গা চুড়ি হাতে নিয়ে আমাদের কাছে এসে বললো, আমার ঘরে এই ভাঙ্গা চুড়ি কার? এতদিন আমি আছিলাম না, আমার ঘরে কি কি হইছে আমি বুঝতে পারছি। আমি তোমাগো সবার বাপ-মারে জানামু। বাবা-মাকে জানানো কি এতই সহজ! সবারই বাবা-মা থাকে গ্রামে, ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়, ভিন্ন ভিন্ন জেলায়। তখনতো আর মোবাইল ফোন ছিলো না যে ফোন করে জানাবে। যাই হোক মাসির মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে যেহেতু সরলা যুবতী, দেখতেও মোটামুটি সুশ্রী সেই কারণেই আমরা বয়স্ক মাসিকে বাদ দিয়ে সরলাকে রাখতে চাচ্ছি। আসলে আমরা এই মেসে যারা থাকি সবাই ভদ্রঘরের সন্তান। সরলা এসে তারমতো রান্না করে দিয়ে চলে যায়। তার দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। আর সে সময়ও আমাদের নাই, সকালে সবাই তাড়াহুড়ো করে কাজে চলে যাই।

নাটক বেশ জমে উঠেছে। মাসি যখন থাকে না, তখন আমরা বিষয়টি নিয়ে আলাপ করি, এনজয় করি। সিদ্ধান্ত নিলাম আরো দু'দিন পর আমরা নাটকের সমাপ্তি ঘটাবো। তৃতীয় দিন ঘটলো এক দারুণ ঘটনা। আমাদের

মেসে মাঝে মাঝে এসে একজন থাকতো, তার নাম মার্টিন। দুপুরে আমরা কেউ ছিলাম না, শুধু মার্টিন ছিলো। মাসি এসে তাকে বললো, একটা কথা কইবার চাই বাবা। মার্টিন বললো, বলো মাসি। মাসি ফিসফিস করে বললো, বয়স কমানোর ঔষধ কোথায় পাওয়া যায় তুমি জানো? আমরা আইনা দিও তো, যত ট্যাকা লাগে আমি দিমু। আর কথাটা কাউরে কইও না। উল্লেখ্য কয়েকমাস আগে আমরা একদিন আলাপ করতেছিলাম, আমেরিকা নাকি একটা ঔষধ আবিষ্কার করেছে যেটা খেলে মানুষের বয়স কমে যায়। মাসিও শুনেছিলো আমাদের কথাগুলো।

এত মজার একটা বিষয়, মার্টিন কি আমাদের না বলে থাকতে পারে! হাসতে হাসতে আমাদের একেক জনের দম বের হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

পরদিন রাতে মাসিকে ডেকে বললাম, দেখ মাসি, এই কয়দিন যা হয়েছে তার সবই মিথ্যা। তোমাকে ছাড়িয়ে দিয়ে সরলাকে নেয়া এ সবই আমাদের সাজানো নাটক। এটা করেছে শুধু তোমাকে বোঝানোর জন্য

(বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)



কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট (CTSP)

৩মাস/৬মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স



ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত “মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (MTTP)” এর ৩মাস/৬মাস মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে আগামী অক্টোবর ২০২৬ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরিভিত্তিতে ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি হতে এস.এস.সি (খ) বয়সসীমা: ছেলে/পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মেয়ে/ নারী: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/তালিকাপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব নারী (ঙ) অগ্রাধিকার: আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থী বাছাই করা।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য

যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	(ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) কনজুম্যার ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন (চ) সুইং মেশিন অপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স (ছ) টেইলারিং এ্যান্ড এমব্রয়ডারি (জ) পোল্ট্রি রিয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং এবং (ঝ) রিউটিফিকেশন
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস/ ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, (অনাবাসিক), কোর্স ফি: ৫,০০০/- চ, ১০০০/- টাকা (অঞ্চলভেদে নির্ধারিত হয়)।	

বিদ্রূপ: ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড সকলের (ছেলে/মেয়ে/পুরুষ/নারী) জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রদান; (ছ) পাশকৃত প্রশিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।

৫। এলাকাভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের যোগাযোগের ঠিকানা			
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল -৮২০০ ফোন: ০১৭১৯৯০৮৮৬	প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল এডুকেশন) কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন: ০১৭২৪-৯০৩৪৯৩	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০ ফোন: ০১৭১২৮৮১৩৬৯	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ ফোন: ০১৭২৩১৪৫৭০৬
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই.বায়োজিড বোস্তামী রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৯২১৮০৪০৮৩	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০, ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর, ফোন: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	ইনচার্জ, সিটিএসপি কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭ ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮৩১৫৪০৬-৯

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আলোচিত সংবাদ

গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান চায় জনগণ

বাসাবাড়িতে গ্যাস থাকে না বহুদিন। কেউ ইলেকট্রিক চুলায় রান্না করছে কেউবা লাকড়ির চুলায়। আর যারা ভীষণ ব্যস্ত, তারা এখন হোটেল রেস্টোরাঁর খাবারের ওপর নির্ভরশীল। গ্যাস সংকটে মানুষ যখন দিশেহারা তখন ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে গেছে লোডশেডিং। শহরের বাইরে এখন ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে। মানুষ বলছে বিদ্যুৎ যায় না, মাঝেমধ্যে আসে। ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট আর তীব্র গরম মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। বিদ্যুৎ সংকটের নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হয়েছে। এটি শুধু বাসাবাড়ির সমস্যা নয়। বরং ঘরে এই সমস্যার কেবল উপরিভাগ দেখা যায়। এই সমস্যা গোটা দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটে মুখ খুবড়ে পড়েছে শিল্প-কারখানার উৎপাদন। নানান জটিলতায় দিন কাটছে শ্রমিক মালিকদের যা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে আর্থিক খাতের ওপর। বাংলাদেশ এক অর্থনৈতিক সংকটের চক্রে জড়িয়ে গেছে। এটি দেশকে আরও গভীর অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সংকটের আশু সমাধানের জন্য সরকার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা নিয়ে এসেছে।

<https://www.bd-pratidin.com/national/2026/08/23/1291494>

কারখানা বন্ধ হওয়ায়, চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ৬২ হাজার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপির ক্ষমতা গ্রহণের ১৮০ দিন এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মূল্যায়নের তথ্যানুসারে, অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি খাতে ৩১ সূচকের ১৯টিতেই অবনতি ঘটেছে। বাকি ১২টি সূচকে উন্নতিও তদ্রূপ আশাব্যঞ্জক কিছু দেখা যায়নি। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে গাজীপুর, সাভার-আশুলিয়া ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৯৫টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৬২ হাজার শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। মঙ্গলবার (২৪ আগস্ট) এক সংলাপে এ মূল্যায়ন তুলে ধরেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ‘নতুন সরকারের প্রথম ছয় মাস: একটি অর্থনৈতিক পর্যালোচনা’ শীর্ষক

এ মিডিয়া সংলাপ রাজধানীর ধানমন্ডিতে সিপিডির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

<https://bonikbarta.com/bangladesh/KVz5AYpDYB6e6IN3>

মার্কিন আদালতে বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসা হুগিতের নীতি বাতিল

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে, বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা দেওয়া হুগিত করার ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া নীতিকে বেআইনি ঘোষণা করে বাতিল করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। বিচারক তার রায়ে বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের আইনি ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন। ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট জজ জ্যানেট ভার্গাস শুক্রবার (২১ আগস্ট) এক রায়ে জানান, স্টেট ডিপার্টমেন্টের জানুয়ারি মাসে ঘোষিত এই নীতি ছিল “স্পষ্টতই বেআইনি”। এটি কেন্দ্রীয় অভিবাসন আইনেরও পরিপন্থী, কারণ সেই আইন অনুযায়ী কনসুলার কর্মকর্তাদের অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি কর্তৃত্ব সরিয়ে নিয়েছে।

<https://www.bbc.com/bengali/articles/c4gxngpjj35o>

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩৭.৪৭ বিলিয়ন ডলার

২৪ আগস্ট, সোমবার, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখ্যপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও বেড়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৪ আগস্ট পর্যন্ত দেশের এস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার ৪৬৭ দশমিক ১৮ মিলিয়ন ডলার, যা ৩৭ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারের সমান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে হিসাব করা রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৬১৬ দশমিক ৫০ মিলিয়ন ডলার বা ৩২ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলারে। এর আগে ২০ আগস্ট পর্যন্ত দেশের এস রিজার্ভ ছিল ৩৭ হাজার ৩৪৮ দশমিক ৪৩ মিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ৩২ হাজার ৫৩২ দশমিক ৮৯ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ বেড়েছে ৮৩ দশমিক ৬১ মিলিয়ন ডলার। আইএমএফের বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে নিট

রিজার্ভ হিসাব করা হয়। মোট রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াদি দায় বাদ দিলে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র: ইত্তেফাক/এসএ

যুদ্ধের মধ্যেই

নতুন গ্যাসের সন্ধান ইরানের

ইরান রবিবার (২৩ আগস্ট) জানিয়েছে, তারা ২০০ বিলিয়ন ঘনমিটারের বেশি প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক মাস ধরে চলা যুদ্ধে দেশটির জ্বালানি অবকাঠামো ও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মধ্যেই এই গ্যাসের সন্ধান মিলল। পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী মোহসেন পাকনেজাদ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেন, ‘ফার্স প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন গ্যাসের মজুতের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে ১৬০ বিলিয়ন ঘনমিটারের বেশি গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হবে।’ তেহরান থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে। তিনি আরো বলেন, এটি মিষ্টি প্রাকৃতিক গ্যাস। এতে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইডের পরিমাণ খুবই কম। ফলে এর পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয় কম হবে।

<https://www.protidinersangbad.com/international/583065>

র‍্যাক্টিংয়ে বড় উত্থান বাংলাদেশের, প্রথমবারের মতো ছয়ে

অস্ট্রেলিয়ার সফরের শেষটা ভালো হয়নি। ম্যাকাই টেস্টে বাংলাদেশ হেরেছে ইনিংস ব্যবধানে, তাও দুই দিনের মধ্যেই। এরপরও বাংলাদেশ দল গড়েছে নতুন ইতিহাস। টেস্ট র‍্যাক্টিংয়ে প্রথমবারের মতো ষষ্ঠ স্থানে উঠেছে বাংলাদেশ। আইসিসি ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা টেস্ট র‍্যাক্টিংয়ে তিন ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২৪ ম্যাচে ১৮৭৮ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের রেটিং এখন ৭৮। এর আগে নিজেদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাত নম্বরে উঠেছিল বাংলাদেশ। সেটি ছিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানকে তাদের মাটিতে ২-০ তে সিরিজ হারানোর পর। বাংলাদেশ এখন পেছনে ফেলেছে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়েকে। বাংলাদেশের উত্থানের কারণে এক ধাপ করে পিছিয়েছে শ্রীলঙ্কা (৭), পাকিস্তান (৮) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৯)।

<https://www.prothomalo.com/sports/cricket/10rnnkhcp>



হাতি এবং চড়ুই পাখি

কোন একসময় চড়ুই দম্পতি গ্রামের একটি লম্বা গাছে তাদের বাসা বানানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা দুজনে মিলে একটি প্রশস্ত ও আরামদায়ক বাসা তৈরি করার জন্য অনেক পরিশ্রম করল। বাসাটি বানানোর কয়েক সপ্তাহ পর, স্ত্রী চড়ুইটি দুটি ডিম পাড়ল। চড়ুই দুটিই খুব খুশি হল। ডিমগুলোকে গরম রাখার জন্য তারা পালা করে সেগুলোর উপর বসত। যখন তাদের মধ্যে একজন ডিমের উপর বসে থাকত, তখন অন্যজন খাবারের খোঁজে উড়ে যেত। তারা আশা করছিল যে ডিমগুলো শীঘ্রই ফুটে বাচ্চা বের হবে। নিজেদের ছানা হবে ভেবে তারা খুবই উত্তেজিত ছিল।

যে গাছটার কাছে চড়ুইগুলো নিজেদের ছোট জগৎ বানাতে ব্যস্ত ছিল, তার খুব কাছেই একটি বুনো হাতি থাকত। হাতিটা তার শক্তি নিয়ে খুব গর্বিত ছিল। এতটাই যে, নিজের পরাক্রম দেখানোর জন্য সে ছোট ছোট গাছপালা আর পশুপাখিকে পায়ের নিচে পিষে ফেলত। সব পশুপাখি তাকে ভয় পেত এবং তাকে বিরক্ত করতে চাইত না। তারা তার পথ পার হওয়ার সাহস করত না, পাছে সে তাদের মেরে ফেলে।

একদিন, কাছের পুকুরে স্নান সেরে ফেরার পথে হাতিটির চোখ পড়ল লম্বা গাছটির ওপর। সে দেখল গাছটি তার চেয়ে অনেক লম্বা এবং বেশ শক্তিশালী। সে সবসময় নিজেকে সমস্ত গাছপালা ও পশুপাখির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করত। গাছটি যে তার চেয়ে অনেক লম্বা, এই ব্যাপারটা তাকে অবস্থিতে ফেলল। সে গাছটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

হাতিটা তার সর্বশক্তি দিয়ে গাছটাকে আঘাত করতে লাগল। গাছটা স্থির থাকলেও তার ডালপালা কাঁপতে শুরু করল। গাছটা শুধু চড়ুইদেরই নয়, আরও অনেক পাখিরও বাসস্থান ছিল। পাখিরা যখন দেখল তাদের বাসা কাঁপছে এবং ধ্বংস হতে চলেছে, তখন তারা হাতির কাছে গিয়ে গাছটা না নাড়ানোর জন্য মিনতি করল। চড়ুইরাও মিনতি করা পাখিদের সাথে যোগ দিল। তারা হাতিকে তাদের বাসার ডিমগুলোর কথাও বলল, যেগুলো সে না থামালে পড়ে ভেঙে যাবে।

কিন্তু হাতিটা ছিল একগুঁয়ে। সে বেচারী পাখিগুলোর দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে গাছের গুঁড়িতে সজোরে আঘাত করতে

থাকল। চড়ুইগুলো অসহায়ভাবে কেঁদে উঠল এবং বারবার কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ডিমসহ তাদের বাসাটি গাছ থেকে খসে পড়ে ভেঙে গেল।

এই দৃশ্য দেখে চড়ুইগুলো একেবারে ভেঙে পড়ল। তারা তাদের সমস্ত স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল সদ্যোজাত ছানাগুলোকে ঘিরে। আর এখন তাদের সব স্বপ্ন ভেঙে চূরমার হয়ে গেল। ওই গাছে বসবাসকারী আরও অনেক পাখিও তাদের বাসা ও ডিম হারাল।

হাতিটা গাছটাকে আঘাত করতে করতে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং কাজটি অন্য কোনো দিন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিল।

পাখিরা হাতিটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তারা নিজেদের অসহায় মনে করল, কারণ হাতিটা এতটাই বড় ছিল যে তার কোনো ক্ষতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা জ্ঞানী পৈঁচার সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পৈঁচার কুঁড়েঘরের দিকে রওনা দিল।

পৈঁচার ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনল। সে তাদের আশ্বাস দিল যে পরদিন সকালের মধ্যেই হাতিটাকে তাড়ানোর কোনো একটা উপায় সে বের করবে। সব পাখিরা ভগ্নহৃদয়ে কিন্তু আশাবাদী হয়ে গাছে ফিরে গেল।

পরদিন পৈঁচাটি তার তিন বন্ধু; মশা, ব্যাঙ ও কাঠোঁকরাকে সঙ্গে নিয়ে লম্বা গাছটির কাছে এলো। সে পাখিগুলোকে তার পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্যকারী বন্ধুদের কথা বললো।

সেদিন বিকেলে, হাতিটা খাওয়ার পর একটা ছায়াময় গাছের নিচে বসেছিল। তখন একটা মশা তার কাছে গিয়ে গান গাইতে শুরু করল। গানটা হাতির ভালো লাগল এবং সে আনন্দে চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে কাঠোঁকরাটা ঠোঁক দিয়ে হাতিটার দুটো চোখই ফুটো করে দিল।

হাতিটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। চোখ বন্ধ করে সে চোখ ধোয়ার জন্য হ্রদের দিকে দৌড়ে গেল। ব্যাঙটা এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিল। পাথরের এক বিশাল গর্তের পাশে বসে সে জোরে ডাকতে লাগল। হাতিটা ব্যাঙের ডাক শুনে ভাবল যে হ্রদটা ওই দিকেই আছে। সে শব্দের দিকে দৌড়ে গেল।

পৈঁচা যেমনটা আশা করেছিল তেমনটাই ঘটলো। হাতিটা গর্তে পড়ল আর মারা গেল।

পাখিরা উচ্চস্বরে উল্লাস করতে লাগল। যদিও তারা যা হারিয়েছিল তা আর ফিরে পাবে না, কিন্তু তারা নিশ্চিত করল যে ভবিষ্যতে হাতির কাছ থেকে তাদের বাড়িঘর এবং বনের অন্যান্য প্রাণীরা যেন কোনো বিপদের সম্মুখীন না হয়।

আর চড়ুইগুলো, তারাও সবকিছু নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল।

দূষণমুক্ত পরিবেশ

সবুজে সবুজে ভরা দেশ,
সুন্দর হবে পরিবেশ।
দূষণ-ধোঁয়া দূরে রাখি,
পরিষ্কার পথে সবাই হাঁটি।

গাছ লাগাবো দলে দলে,
সবুজ হাসি ফুটবে ফলে।
নদী-খাল রাখব পরিষ্কার,
প্লাস্টিক-পলিথিন ফেলব না আর।

ময়লা ফেলব ডাস্টবিনে,
পরিচ্ছন্ন থাকব প্রতিদিনে।
বাতাস হবে স্নিগ্ধ-মধুর,
সবুজে হাসুক বন-প্রান্তর।

জল অপচয় করব না,
নদীতে ময়লা ফেলব না।
শব্দদূষণ কমাব সবাই,
শান্ত পরিবেশ গড়ে তুলি তাই।

সবাই মিলে শপথ করি,
দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ি।
আজকের শিশু, আগামী দিনের আশা,
সবুজ পৃথিবী হোক আমাদের ভালোবাসা।

কেমন তোমার ছবি ঐকেছি!



কথা গমেজ



ঢাকার আর্চবিশপ নবনির্বাচিত ঢাকা ওয়াইএমসিএ বোর্ডে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান



টিবিটি ডেক: গত ২০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার রমণা ক্যাথিড্রালে ঢাকা আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ বিজয় এনডি'রুজ ওএমআই এবং ঢাকা ওয়াইএমসিএ'র নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাক্ষাতে আর্চবিশপ অত্যন্ত আত্মহের সাথে বাংলাদেশে ওয়াই-মুভমেন্টের পথিকৃৎ ঢাকা ওয়াইএমসিএ-এর দীর্ঘ ৬০ বছরের গৌরব, সুনাম ও সম্ভাবনা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় ও চলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং

বিশ্বখ্যাত এই আন্তর্জাতিক সংস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঢাকা ওয়াইএমসিএ-এর সুন্দর যাত্রাপথে আগামী দিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে তাঁর সমর্থনের আশ্বাস দেন।

এই অনুষ্ঠানে, অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব ড্যানিয়েল নির্মল ডি'কস্তা, ২ জন সহ-সভাপতি, সম্মানীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব বাদল ফ্রান্সিস কস্তা এবং স্বল্প সময়ের নোটিশে উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নেতৃত্বে মহামান্য আর্চবিশপকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা

জানানো হয় এবং তাঁকে ঢাকা ওয়াইএমসিএ'র মনোপ্রাণ খচিত একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতি মহামান্য বিজয় এনডি'রুজ ওএমআই-কে তাঁর মূল্যবান সময়, সংহতি এবং বিশ্বের বৃহত্তম এই যুব আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার গভীর ইচ্ছার জন্য অভিনন্দন জানান। একইসাথে তিনি ঢাকা ওয়াইএমসিএ-এর দীর্ঘ সোনালী অতীত ও বর্তমান বাস্তবতার ওপর আলোকপাত করে বলেন যে, ওয়াইএমসিএ ধর্ম, বর্ণ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল যুবকের জন্য একটি অর্থবহ, সফল এবং অনন্য প্ল্যাটফর্ম, যা সমগ্র বিশ্বের যুবকদের সেবা করে। তিনি এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান ধর্মীয় নেতা হিসেবে মহামান্য আর্চবিশপ বিজয়ের কাছ থেকে তাঁর অবিরাম পরামর্শ, উপদেশ এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। মহামান্য আর্চবিশপ অত্যন্ত ধৈর্য ও আত্মহের সাথে ঢাকা ওয়াইএমসিএ-এর নেতাদের কথা শোনে এবং ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত ওয়াইএমসিএ আন্দোলনের অন্যতম সফল ও প্রশংসনীয় প্রকল্প, বিশ্বের প্রায় সকল শহর ও নগরে অবস্থিত গেস্ট হাউসগুলোর প্রশংসা করেন। তিনি ঢাকা ওয়াইএমসিএ-এর নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ, এর অংশীদারগণ এবং এই অসাধারণ সর্বজনীন মঞ্চে অবস্থানরত সকলের সফল যাত্রার জন্য শুভকামনা জানান। পরিশেষে, আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুভ পরিসমাপ্তি লাভ করে।

সিএসও'র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন



ফ্লোভিয়ান ডি কস্তা: গত ২১ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর ঐতিহ্যবাহী যুব সংগঠন খ্রিস্টিয়ান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (সিএসও)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এতে ধর্মপল্লীর প্রায় ৪০ জন সদস্য-সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে সিএসও'র প্রাক্তন

প্রেসিডেন্ট, সাবেক সদস্য এবং বর্তমান সদস্য-সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সিএসও-এর প্রেসিডেন্ট মিস্টার গ্রেগরি গমেজ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সংগঠনের দীর্ঘ পথচলা, সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধন এবং যুবাদের নৈতিক, মানবিক ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সিএসও'র ভূমিকার

কথা তুলে ধরেন।

এ সময় আরো বক্তব্য প্রদান করেন সিএসও'র চ্যাপলেইন ফাদার রিগান ক্রেমেন্ট ডি'কস্তা এবং সিএসও'র উপদেষ্টা ফ্লোভিয়ান ডি'কস্তা। তাঁরা সিএসও-এর ঐতিহ্য ও অর্জনকে ধারণ করে বর্তমান প্রজন্মের সদস্যদের সংগঠনের আদর্শ ও মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। উক্ত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল সিএসও-এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা। সিএসও-এর প্রতিষ্ঠার পটভূমি, দীর্ঘ ৪৭ বছরের পথচলা, বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি ও অর্জন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা কমিটির আহ্বায়ক এলড্রিক বিশ্বাস।

অতঃপর কেক কাটার মধ্য দিয়ে সিএসও-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দঘন মুহূর্তে প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও আনন্দ ভাগ করে নেন। দীর্ঘদিনের সদস্যদের পাশাপাশি নতুন

প্রজন্মের সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও স্মৃতিময় হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর এসএসসি ২০২৬ ব্যাচে কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও

সার্টিফিকেট প্রদান। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের নৈতিক ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ধরে রেখে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

সবশেষে সদস্য-সদস্যাদের অংশগ্রহণে

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গান, নৃত্য ও বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আনন্দ ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্য দিয়ে সিএসও-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটি সমাপ্তি হয়। - আরভিএ সংবাদ

আঠারোতাম আঞ্চলিক শিশুমঙ্গল সেমিনার



ফাদার রাসেল রিবেক: গত ৭ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, পবিত্র জপমালা রাণী গির্জা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে আঠারোতাম আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের উদ্যোগে ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশু মঙ্গল কমিশনের সহায়তায় আঞ্চলিক শিশু মঙ্গল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের মূলসূর ছিল 'শিশুর মত নন্দ যারা, স্বর্গরাজ্য

পাবে তারা।' এই সেমিনারে ২৩৫ জন শিশু, ৩০ জন এনিমেটর, ৫ জন ফাদার ও ৭ জন সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি শুরু হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশু মঙ্গল কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে উপদেশে ফাদার বলেন,

শিশুরা হলো নন্দ কোমল, তারা পবিত্র। প্রত্যেকজন শিশু ঈশ্বরের ভালোবাসায় থাকে। তাদের নন্দতা, বাধ্যতা ও পবিত্রতা সকলকে স্বর্গরাজ্যের দিকে চালিত হতে অনুপ্রাণিত করে।

খ্রিস্টযাগের পর এনিমেটরদের সহযোগিতায় শিশুদের নিয়ে ধর্মপল্লীর চতুর্থে র্যালি করা হয়। এরপর শিশুদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। টিফিন গ্রহণের পর অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়াকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিওর শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর শিশুরা ধর্মপল্লীভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তাদের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও প্রদর্শন এবং কুইজের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর শিশুদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও যিশুর ছবি উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া সবাইকে সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে দুপুরের আহ্বারের মধ্য দিয়ে এই সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।



VACANCY ANNOUNCEMENT SIL International Bangladesh

SIL International Bangladesh, an international, faith-based NGO that helps ethnic language communities achieve their development goals through global innovations, invites applications from interested and eligible candidates for the following position:

OFFICER—LANGUAGE, RESEARCH & TRAINING (1 position, Dhaka-based)

Job Nature: Regular (Renewable)

MINIMUM REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

Age: Maximum 40 years.

Education: Master's degree in any relevant discipline, preferably in Linguistics, English, Bangla, Education, Social Sciences, or a related field, with a minimum 2nd division or equivalent GPA in SSC/HSC (or equivalent O/A Levels), and CGPA 2.50 (out of 4.00) or equivalent in Bachelor's and Master's degrees.

Experience: At least 2 years of relevant experience in language-related activities, research, training, facilitation, documentation, or project implementation.

Skills: Excellent command of English and Bangla; proficiency in MS Word, Excel, and PowerPoint; strong interpersonal, organizational, communication, and teamwork skills. Ability to prepare illustrations, graphics, charts, presentations, and other visual/digital materials will be an advantage.

Other: Commitment to the mission and values of SIL Bangladesh. Female candidates and candidates from minority communities are strongly encouraged to apply.

KEY RESPONSIBILITIES

Support training and capacity-building activities; contribute to language, education, literacy, research, and community development initiatives; assist in developing training and learning materials, including visual and digital resources; support project implementation, monitoring, reporting, documentation, and record-keeping; assist with stakeholder coordination, networking, and community engagement; provide administrative and operational support to the Language, Research and Training Team; and undertake regular travel outside Dhaka as required.

Salary & Benefits: As per organizational policy.

For further details, please visit our official website: www.silbangladesh.org

APPLICATION INSTRUCTIONS

Interested and eligible candidates should send their CV with a passport-size photograph to the HR Manager, SIL International Bangladesh, House 974 (5th Floor), Road 15, Avenue 2, Mirpur DOHS, Dhaka 1216, or email bangladesh_hr@sil.org by **September 12, 2026**. Please mention the position title in the email subject line or on the envelope. Only short-listed candidates will be contacted. Any personal persuasion or contact will result in disqualification.



পথচলার ৮৬ বছর : সংখ্যা - ৩০

৩০ আগস্ট - ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ ভাদ্র - ২১ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ



মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
কোড: ৫০০১২৩, EIIN-১৩২৩০৯

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মটস এর ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের (২৩তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ড সহকারে অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ও সিভিল টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহের কোটা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী নীতিমালা অনুসারে বাছাই করা হবে। এ বিষয়ে আগ্রহী প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আবেদন করতে অনুরোধ করা হলো।

-: কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা :-

আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ ফোন: (০৪৩১)৭১৬১৯ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ফোন: (০৩১) ৬৫০৬৩৩ মোবা: ০১৮৪১-৮০৪০৮৩	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ ফোন: +৮৮০-২-৯০০৭২৭৯ মোবা: ০১৭২৩-১৪৫৭০৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও. বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ ফোন: (০৫৩১) ৬৫৬৭৩ মোবা: ০১৭৩৫-৬১১৪৬১
আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস খুলনা অঞ্চল খুলনা - ৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২২৬৯০ মোবা: ০১৭১৮-৪০৪৩৮২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫ ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ ফোন: (০৯১) ৬১৭৯৩ মোবা: ০১৮৩৩-৯৯১৩০৫	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ ফোন: (০৭২১) ৭৭৪৬১০ মোবা: ০১৭৫৫-৫৪৮০৮২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ ফোন: (০৮২১) ২৮৭০০৫১ মোবা: ০১৮১৮-১৩৮১৬৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম :

১. এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জিপিএ ৩.০০ (সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য) - ২০২২ থেকে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ।
২. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।
৩. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙিন ছবি।
৪. এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাশের নম্বরপত্র অথবা অন-লাইন কপি, প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র ও জন্মানিবন্ধন এর সত্যায়িত ফটোকপি।
৫. পিতা ও মাতার পাসপোর্ট আকারের ১ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও মোবাইল নম্বর।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মটস ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া সাধারণ অর্থাৎ অনাবাসিক (বাইরে অবস্থান করে) শিক্ষার্থী হিসেবে উপরোক্ত যে কোন টেকনোলজিতে মটস এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মটস এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)

মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৩২৯-৬৩৯৫২১, ০১৩২৯-৬৩৯৫২২, ০১৩২৯-৬৩৯৫২৩

E-mail: general@mawts.org, mte@mawts.org, Website : www.mawts.org

মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।



সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাজিফত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ

বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনারা বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।



বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার:-

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার



আর দেরি নয়,

আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত

বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য

বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।



বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি,
বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী



৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০



ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫



E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ

বিকাশ নম্বর:

০১৭৯৮-৫১৩০৪২

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাওয়া যাচ্ছে -

পাওয়া যাচ্ছে!
পাওয়া যাচ্ছে!!

- ❖ দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৭ (Bible Diary - 2027),
- ❖ দৈনিক বাণীবিতান,
- ❖ প্রার্থনাবিতান
- ❖ ক্রুশ
- ❖ মেডেল
- ❖ বড়দিনের কার্ড
- ❖ গোশালা ঘর



- * খ্রিস্টাঙ্গ রীতি
- * খ্রিস্টাঙ্গ উত্তরদানের লিফলেট
- * ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র বই
- * এক মলাটে নির্বাচিত কলমগুচ্ছ

- * যুগে যুগে গল্প
- * সমাজ ভাবনা
- * প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- * বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- * খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- * বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- * স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

শীঘ্রই পাওয়া যাবে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার ও প্রাহরিক প্রার্থনার বই।

অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

যোগাযোগের ঠিকানা

খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হালি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিএসি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র

২০২৬-এর বড়দিন সংখ্যার জন্য

লেখা আহ্বান!

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!!

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র "বড়দিন সংখ্যা ২০২৬" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৬ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্চরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Suttony MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com